# পদ্মরাগ

"দুর্ব্বল মোরা কত ভুল করি অপূর্ণ সব কাজ,
নেহারি' আপন ক্ষুদ্র ক্ষমতা আপনি যে পাই লাজ ;
তা' বলে' যা' পারি তাও করিব না ? নিষ্ফল হ'ব ভবে ?
প্রেম-ফুল ফোটে, ছোট হ'ল বলে' দিব না কি তাহা সবে ?"

রবীন্দ্রনাথ

———o———

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
কাশিমবাজার।

মূল্য এক টাকা

সৈদাবাদ প্রতিভা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীবিপিনবিহারী দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত
এবং
কাশিমবাজার হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

# নিবেদন

এই গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা ইতিপূর্ব্বে বঙ্গের বিভিন্ন মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই সব প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কবিতার সংযোগে এই পদ্মরাগের সৃষ্টি।

এই গ্রন্থের 'শ্রীকৃষ্ণ' কবিতাটির সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিবার আছে। তাহা এই ;—

বিগত ১৩২৩ সালের আষাঢ়ের ভারতবর্ষে 'শ্রীকৃষ্ণ' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। বার বৎসর পরে ১৩৩৫ সালের ভাদ্র মাসে দেখা গেল ঐ কবিতাটির অবিকল একটি প্রতিরূপ কবিতা পাক্ষিক পত্র 'হিন্দুমিশনে' প্রকাশিত হইয়াছে। অর্থাৎ 'ভারতবর্ষে'রই ১৩২৩ সালের আষাঢ় সংখ্যা হইতে সমগ্র 'শ্রীকৃষ্ণ' কবিতাটি অবিকল তুলিয়া 'হিন্দুমিশনে' ছাপা হইয়াছে। 'শ্রীকৃষ্ণ' কবিতার মালিকান্-স্বত্ব [illegible] করিবার দুর্দ্দমনীয় লোভে যিনি এই নির্লজ্জতার পরিচয় দিয়াছিলেন, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি একজন ভদ্রনারী। তাঁহার নাম শ্রীনলিনীবালা দেবী। দুর্ভাগ্যক্রমে উক্ত নারীর সমস্ত দুরাশাই ব্যর্থ হইয়াছে, কারণ ঐ কবিতাটির যিনি প্রকৃত মালিক বা স্রষ্টা তিনি আজও সশরীরে তাঁহার এই শ্যামা জন্মভূমির আলোক বাতাসের তলে চলা ফেরা করিতেছেন এবং তাঁহার জীবন-সর্ব্বস্ব সাহিত্য-সংসারের শান্তি-নিকেতন আজও দগ্ধ হয় নাই। নকলকারিণী বুদ্ধিমতী হইয়াও যে এই কথাটি চিন্তা করিবার অবসর পান নাই, সেজন্য এই গ্রন্থকার দুঃখিত।

সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিরাজ শ্রীযুক্ত দীননাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের বিদুষী কন্যা শ্রীমতী গিরিবালা দেবী সরস্বতীর চক্ষে এই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ হয়। এই নিন্দনীয় কার্য্যটি জনৈকা ভদ্রনারীর দ্বারা সাধিত হইয়াছে বলিয়া কবি গিরিবালা যথেষ্ট লজ্জিতা এমনকি মর্ম্মাহতা হইয়াছিলেন। স্বনামধন্য কবিশেখর শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কবিবন্ধুগণ এই ঘটনাটীতে বিশেষ নিন্দা ও ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহাদিগকে আজ এই গ্রন্থে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। উপাসনা পত্রিকা ১৩৩৫ সালের আশ্বিন সংখ্যায় এই নিন্দনীয় ঘটনার উল্লেখে একটি তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তজ্জন্য উক্ত পত্রিকার নিকটে এই গ্রন্থকার কৃতজ্ঞ।

সর্ব্বশেষে নিবেদন এই যে,—বহরমপুর সৈদাবাদের বিখ্যাত ভূম্যধিকারী আমার শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বইচ্ছায় এই পদ্মরাগের মুদ্রাঙ্কণের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিয়া যে নিঃস্বার্থ বন্ধুত্বের পরিচয় দিয়াছেন, সাহিত্য-সংসারে এইরূপ বন্ধুত্ব অতি দুর্লভ। কৃতজ্ঞতার ভাষা দিয়া বাক্য-বিপণীর পণ্য-মূল্যে তাঁহার বন্ধুত্বকে খর্ব্ব করিতে চাহি না। বেশী আর কি বলিব, আমার এই মুগ্ধ-হৃদয়ের আনন্দ-শতদল প্রীতির পুষ্পমালা হইয়া তাঁহার কণ্ঠদেশে চিরদিন অক্ষয় হইয়া থাকুক, সর্ব্বনিয়ন্তার নিকট ইহাই প্রার্থনা। ইতি—

কাশিমবাজার,
রাধাষ্টমী, ১৩৩৭।

বিনয়াবনত
গ্রন্থকার

# সূচী

## বঙ্গ-বিক্রমাদিত্য

## মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের

## স্নেহ-বাণী

"কবিতাপাঠে মনুষ্য-জীবন যদি ভাগবত-ছন্দে ছন্দিত না হয় আমি তাহাকে কবিতা বলি না। তোমার কবিতায় সেই রস আছে, যাহা জীবনকে ভাগবতছন্দে ছন্দিত করে। কাব্যে ভাগবত-সুরের মধ্য দিয়া তুমি জাতীয় জীবনের যে উদ্বোধন করিয়াছ তাহা প্রকৃত কাব্যানুরাগীর উপভোগের বস্তু। বঙ্গসাহিত্যে তোমার কবিতার আদর হউক ইহা আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা। আধুনিক কবিগণের মধ্যে তোমার কবিতা আমাকে খুব ভাল লাগে।"

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

# উৎসর্গ

যিনি নিজের সম্পত্তি এবং অর্থরাশিকে বিপন্ন ও বিদ্যার্থীর জন্য
সমগ্র ব্যয় করিয়া নিজে সন্ন্যাসী সাজিয়াছিলেন,
দান-ব্রতের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও যিনি অন্নদান-ব্রতকে জীবনে
একমাত্র সম্বল করিয়াছিলেন,
অসাধারণ পাণ্ডিত্য-প্রতিভার জন্য যিনি বঙ্গের ব্রাহ্মণপণ্ডিত-
অধ্যাপক-সমাজের শীর্ষস্থানে বরেণ্য হইয়াছিলেন,
ত্যাগ ও ব্রহ্মণ্যবলের জন্য যিনি মুর্শিদাবাদের ব্রাহ্মণ-সমাজে
ঋষির ন্যায় পূজিত হইয়াছিলেন,—

সেই

মুর্শিদাবাদ জেলার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সমাজের একমাত্র কর্ণধার,
বঙ্গের স্মার্ত্ত-শিরোমণি এবং নৈয়ায়িককুল-চূড়ামণি,
সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ অধ্যাত্ম-তেজোদৃপ্ত
স্বর্গগত **রমাপতি তর্কভূষণ** পিতৃদেব
মহোদয়ের শ্রীশ্রীচরণোদ্দেশে—
এই ভক্তি-চন্দন-সিক্ত **পদ্মরাগ** তদীয় অযোগ্য পুত্র কর্ত্তৃক
পুষ্পাঞ্জলি রূপে প্রদত্ত হইল।

প্রভাত গেছে, দুপুর-শেষে আস্‌ছে অপরাহ্ণ আজ,

শূন্য আজি সিন্ধু-বেলা, খুঁজ্‌ছি তোমায় বিশ্বরাজ!

মনের মণি খুঁজ্‌তে গেনু, বনের মাঝে কর্‌লে ছল্,

ভোগের মণি জ্বল্‌ছে সেথা, ঝর্‌লো বুকে অশ্রু-দল।

অন্ধকারে হাত্‌ড়ে মরি কোথায় হে অদৃশ্য মোর,

অতল-মনে দয়াল সখা, আর কি হবে দৃশ্য মোর?

* * *

মর্ত্ত্যেরি এই নয়ন মুদে' চাইলো আমার মনের চোখ্,

হঠাৎ সেথা নূতন আলোয় ডুবিয়ে দিল দুঃখ-শোক।

স্নিগ্ধ সে নীল-আলোর তলে হঠাৎ আজি ধন্য প্রাণ,

কখন্ তুমি ছদ্মরূপে কর্‌লে চরণ-পদ্ম দান!

তোমার পদের পরশ লেগে—দগ্ধ আমার কুঞ্জ-তলে,

ফুট্‌লো আবার পুষ্প-কলি, কর্‌লে দয়া এ কোন্ ছলে?

কোন্ গোপনে রঙিয়ে দে'ছ আমার হিয়া তোমার ফাগে,

কখন্ দিলে ধন্য করি' তোমার শ্রীপাদ-পদ্ম-রাগে!

* * *

পদ্মরাগ এ নয় গো মণি,—আমার প্রভুর পদের দাগ্,

এ যে আমার হৃদয়-রাজের রাতুল শ্রীপাদ-**পদ্মরাগ**।

# পদ্মরাগ

## শ্রীরাধা

বন্দি তোমায় চিন্ময়ী গো কানুর জীবন-কুঞ্জ-রাণি,

অন্ধভুবন পন্থহারা শুন্‌তে তোমার পুণ্যবাণী।

বিশ্বরমে, রূপ্‌শ্রীতে ওই রসের সেরা মূর্ত্তি রাজে,

মন্ ঘিরে প্রাণ্‌-মঞ্জীরে মোর তোমার মোহন-মন্ত্র বাজে।

সকল রূপের রাজ্ঞী তুমি, ফুটলে যে তাই পদ্ম-দলে,

যে দিন তোমার বিকাশ, সে কী হর্ষ-প্লাবন জলে স্থলে!

সুন্দরেরি অঙ্গ হ'তে বিশ্বে প্রেমানন্দ ঢালা,

বন্দি চিদানন্দময়ী বৃন্দাবনানন্দবালা!

রূপরাণী গো, রূপ্‌দেবীরা বন্দে তোমায় স্বর্গপথে,
তোমায় হেরি থম্‌কে দাঁড়ায় মুগ্ধ রবি ভর্গ-রথে।
সাধক ঋতু শরৎ তোমায় বন্দে প্রেমানন্দ প্রাণ,
কণ্ঠসুধায় ঝরলো তব অমর শ্লোকের ছন্দ গান।
যে দিন প্রথম চাইলে তুমি চরণ ব্রজের বক্ষে ফেলে,
শ্যামধরণীর অঙ্গে সেদিন শিল্প ব্যাকুল অক্ষি মেলে।
তনুর সুধাসিন্ধু-নীরে ভুবন-সুধা-ইন্দু ঢালা,
বন্দি চিদানন্দময়ী বৃন্দাবনানন্দবালা!

প্রাণবঁধুয়ার প্রণয়-ফাগে তোমার প্রীতিরঙ্গ ঝরে,
রঙ্গীন হ'য়ে হোলির লীলা বইলো মাতাল বিশ্ব 'পরে।
প্রিয়ের প্রেমের হর্ষ সেদিন ভারতনারীর মর্ম্মে গলে,
বসন্তরাজ শিউরে ওঠে নিখিল-হিয়ার রক্ত-তলে।
বিস্ময়ে শ্যাম-তরুর শিরে কুসুম চাহে ঘোমটা খুলি',
রচ্‌লে একি রঙ্গময়ি, জীবন-শ্লোকের ছন্দ গুলি।
সত্যশিবসুন্দরেরি মর্ত্ত্যে মধুছন্দ ঢালা,-
বন্দি চিদানন্দময়ী বৃন্দাবনানন্দবালা!

কান্ত-রসানন্দে যে দিন রাসের মহামঞ্চে এলে,
মধুর প্রেমের অনন্তরস ধরায় দিতে বক্ষে ঢেলে ;
সেই মানবের পুণ্যদিনে সঙ্গীতে সব ছন্দ উঠে,
প্রেম-জগতের অন্তর-আঁখি ভাবের আলোয় উঠ্‌লো ফুটে।
সেদিন সারা বিশ্ব জুড়ে বাজ্‌লো কানুর মোহনবাঁশী,
পূর্ণচাঁদের আলোর ছটায় সপ্তভুবন উঠ্‌লো হাসি।
অতিন্দ্রিয়ানন্দ অয়ি অঙ্গে রসানন্দ ঢালা,
বন্দি চিদানন্দময়ী বৃন্দাবনানন্দবালা!

তার আগে আর রম্যপ্রভাত হয়নিকো এ মর্ত্ত্যমাঝে,
তেমন শোভার পূর্ণিমা আর হয়নি কভু পুণ্য-সাঁঝে।
তার আগে আর কেউ জগতে হয়নি ছোট প্রিয়ার লাগি',
নারীর পায়ে লুটায়নি কেউ নারীর গানের ভিক্ষা মাগি'।
সেই আদি প্রেম-স্পর্শমণি বিশ্বপ্রেমে ক'রলো সোনা,
বিশ্বে আদিম প্রেমের আসন রাধার প্রেমের সুতায় বোনা।
রসের দেবী রসের ছবি রসের মধুছন্দ ঢালা,
বন্দি চিদানন্দময়ী বৃন্দাবনানন্দবালা!

অনন্ত আজ বর্ষ 'পরে তেম্‌নি বহে রসের ধারা,
পূর্ণরসানন্দময়ী আপনরসে আত্মহারা।
স্রোতের ছলে নীল যমুনায় তোমার রসানন্দ চলে,
আজও যে তাই বৃন্দাবনে চিত্ত প্রেমানন্দে গলে।
কাম কামনা ধ্বংসি' নরের দেহের তৃষায় শান্তি দিতে,
কানুর সনে করলে লীলা তত্ত্বময়ী বিশ্ব-হিতে।
তোমার প্রণয়-সিন্ধু-জলে সন্তরে প্রেম-অন্ধ-কালা,
বন্দি চিদানন্দময়ী বৃন্দাবনানন্দবালা !

---

## শ্রীকৃষ্ণ

সীমার মাঝারে মূর্ত্ত অসীমের রাজরাজেশ্বর,

নমো নমঃ হে শ্যামসুন্দর!

ধীরে আঁখি মেলি' যবে সাড়া দিল তোমার কৈশোর,

তব অঙ্গ-গন্ধ লভি' শত জন্ম স্মৃতি করি' ভোর—

ফুটিল নিযুত পদ্ম পুষ্পে পুষ্পে আকুলি' পরাণ,

শ্যাম-কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে লুব্ধ অলি গুঞ্জরিল গান।

বিশ্বের সৌন্দর্য্য-বধু শ্রীরাধার খুলিল গুণ্ঠন,

বিশ্ব-কিশোরের লাগি' কিশোরীর জাগে আলিঙ্গন।

নন্দিল চরণপ্রান্তে নিখিলের আনন্দের গীতা,

ছন্দি' ওঠে শ্যামে শ্যামে সৌন্দর্য্যের আদিম কবিতা।

তবে সে পরশে হরি, এ বিশ্বের শিরায় শিরায়,

চৈতন্যের স্রোত বহে যায়।

## পদ্মরাগ

তন্বুর মালঞ্চে তব দাঁড়াইয়া যৌবন যে দিন,

'বাজাইল আমন্ত্রণ-বীণ্ ;

মর্ত্ত্যলোকে সেইদিন রূপরাজ্যে প্রথম প্রভাত,

স্বর্গ হ'তে অপ্সরীরা নীলাম্বরে করি নেত্রপাত—

তোমার সৌন্দর্য্য পূজা ও' যৌবন বন্দনার ছলে,

চাঁদের কিরণ ছিঁড়ি অর্ঘ্যরচে ব্যাকুল অঞ্চলে।

পত্রে পত্রে পুষ্পে পুষ্পে নিখিলের যৌবন আকুল,

জীবন-অমৃত-গঙ্গা মর্ত্ত্যলোকে বহে কুলকুল।

শ্যামসুন্দরের তীরে মিশে গেল দ্যুলোক ভূলোক,

নর-সৌন্দর্য্যের কবি সেইদিন রচে আদি শ্লোক।

সেইদিন রাজটীকা দিল কালো সৌন্দর্য্যের শিরে,

সুন্দরীরা আসি ধীরে ধীরে

তোমার জীবন্ত বাঁশী রন্ধ্রে রন্ধ্রে বীজমন্ত্রে ভরি',

উন্মাদন সুরে পূর্ণ করি' ;

ধ্বনিলে মাধবী-কুঞ্জে যেইদিন কালিন্দীর তীরে,

নিখিলের হৃদি-তন্ত্রী ঝঙ্কারিয়া উঠিল অধীরে।

শ্যাম পল্লবের কোলে শিহরিল কদম্ব কেশর,
ছুটিল নির্ঝরকুল গিরিগাত্রে করি ঝর ঝর।
উদ্বেল যমুনা-বক্ষে অকস্মাৎ বহিল উজান,
স্তম্ভিত পাতাল-গর্ভে নাগবালা গাহি ওঠে গান।
মত্ত সে বাঁশীর রবে বাঁধ। ওরে এ বিশ্বের সুর,
প্রতি শব্দ প্রতি তান তারি লাগি কাঁদে ব্যথাতুর।
দিকে দিকে আজো ওই ওঠে তারি আকুল আহ্বান,
তারি সুরে ঘেরা সৃষ্টি-প্রাণ

হে চিন্ময়! এ কী বংশী, কোন্ কেন্দ্রে করিলে নিঃস্বন,
এ কী সুর—এ কী উন্মাদন!
বিশ্বের সকল ছন্দ সব গীতি সকল কল্পনা,
এক কেন্দ্রে ছুটি' চলে উদ্দাম সে আনন্দ-বেদনা!
নিখিলের মাতৃমূর্ত্তি ছুটে যায় বাৎসল্যে আকুল,
সখীমূর্ত্তি গোপাঙ্গনা ছুটিয়াছে করি' পথ ভুল।
প্রিয়ামূর্ত্তি ব্রজবধূ—নাহি লজ্জা কুলমান ভয়,
সংসার-বাঁধন ছিঁড়ি ছুটিয়াছে সব করি' জয়।

বিচিত্র রসের যজ্ঞে তৃষ্ণার সে সুধাভাণ্ড করে,
দগ্ধ ইন্দ্রিয়ের জ্বালা শান্ত করি দিলে মর্ত্ত্য'পরে।
অনন্ত রসের কেন্দ্রে হে কেন্দ্রীয় রসিকশেখর,
এ কী বাঁশী বাজে নিরন্তর!

দাঁড়ায়ে শোণিতসিক্ত কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণ'পরে,
পাঞ্চজন্য পরশি' অধরে—
করিলে উদাত্ত স্বরে যেইদিন শক্তির বোধন,
সুপ্ত নর নিদ্রা ভাঙ্গি করে কর্ম্মে আত্মনিবেদন।
কর্ত্তব্যের বজ্রবাণী শঙ্খে তব ছাড়ে সিংহনাদ,
দিক হ'তে দিগন্তরে ছুটি যায় নবীন সংবাদ।
উন্মাদ নিঃস্বনে তার কাঁপি' ওঠে বাসুকীর শির,
খরস্রোতে রক্তধারা নাচি' ওঠে বুকে ধরণীর।
ব্যোমগর্ভে গ্রহ-সঙ্ঘে অঙ্গে অঙ্গে লাগিল সংঘাত,
সুরেন্দ্র সম্বিৎ হারা নতশীর্ষে করে প্রণিপাত।
অমৃতের সিংহদ্বারে নেমে এল মুক্তির আহ্বান,
এ নিখিলে দিতে পরিত্রাণ।

---

## নর-নারায়ণ

নাহি শ্রেষ্ঠ নাহি হীন কে'বা শূদ্র কে'বা সে ব্রাহ্মণ
নর-সনে রাজে নারায়ণ।
আনন্দ সৃষ্টির মহা পুণ্যক্ষণ আদি কল্পনায়—
বিরাটের তনু-রন্ধ্রে ঝরেছে সে অনন্ত-ধারায়,
এ বিশ্বে নির্ঝর সম। সর্ব্বলোকে জাগি' ওঠে প্রাণ,
শক্তির প্রবাহ ছোটে, সারা বিশ্বে প্রভু ভগবান
ধরিলে মানব-মূর্ত্তি; নিখিলের সৌন্দর্য্য-কানন—
আত্মারূপী পুষ্পে পুষ্পে দেখা দিলে তুমি নারায়ণ।
নাহি জাতি, নাহি বর্ণ, নাহি ভেদ, তুমি যে বিশাল,
শত্রুহীন তুমি মহীপাল!

দীপ্ত সে উজ্জ্বল স্মৃতি কে চাহে রে হ'তে বিস্মরণ,
কী আনন্দ, কী তীব্র বেদন!
সর্ব্বলোক যাত্রী তুমি মর্ত্ত্য তব চরণ-মুখর,
নাহি স্বার্থ, নাহি পর, নাহি দেশ, নাহি দেশান্তর।



(২)

ত্রিভুবন-যাত্রী তুমি, তব কোটিসহস্র-চরণ,
নহ তুমি বদ্ধ দেহে তুমি যে গো মুক্ত সনাতন।
নাহি র'বে ব্যবধান সমুদ্রের এপার ওপার,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে তব তরে মুক্ত তব লীলা-রাজ্য-দ্বার।
এ নিখিলে আজি তুমি স্বর্গ কর তব সুধা দানে,
ধন্য কর দেব-জন্ম-গানে

শুধু আজ নহ হিন্দু, নহ বৌদ্ধ, নহ গো খৃষ্টান,
কিম্বা তুমি নহ মুসল্‌মান।
নব তন্ত্রে, নব মন্ত্রে আজ তব নব দীক্ষা-ক্ষণ,
বিশ্বের মানব-ধর্ম্মে মূর্ত্তি ধরি' পতিতপাবন—
এসেছে জাগায়ে দিতে গুপ্ত তব সুপ্ত-চেতনায়,
অংশে অংশে নাহি ভেদ্—ভাই ভাই নহে ঠাঁই ঠাঁই।
বৃথা রোষ বৃথা দ্বন্দ্ব বৃথা হিংসা কে করে কাহারে ?
শত্রুবেশী মিত্রবেশী নারায়ণ ভ্রমে দ্বারে দ্বারে।
সর্ব্বলোকে মেলি' বাহু স্নেহ-বক্ষ দিতে আজি দান,
দাঁড়াইয়া ওই ভগবান।

আচারের গণ্ডী হ'তে শোন্ আসি' নব ধর্ম্ম-দ্বারে,
যুগ-শঙ্খ বাজে বারে বারে
ঐ্যাখ্ চাহি' বিশ্বপ্রেম-নবধর্ম্ম-আলোক-শিখায়,
নাহি নীচ উচ্চ আজি নাহি ভিন্ন জেতা বিজেতায়।
বিশ্বরাজ-পথে আজি নারায়ণ দাঁড়ায়েছে রথে,
মিলনের পাঞ্চজন্য মর্ত্ত্য হ'তে ঘোষিছে পর্ব্বতে।
বিরাট্ সে জন-সিন্ধু উদ্বেলিত শঙ্খের নিঃস্বনে,
পথেঘাটে নারায়ণ আলিঙ্গন করে নারায়ণে!
কোটি পার্থ করে স্তুতি রোমাঞ্চিত বিস্মিত নয়ন,
রথ-শীর্ষে ওই নারায়ণ।

ওই ঐ্যাখ্ সারা বিশ্বে নারায়ণ রচেছে সংসার,
শত্রু মিত্র নাহি ভেদ্ আর।
ভাগবত-প্রেমধর্ম্মে দেবজন্ম ক'রে নেরে জয়,
বিশ্বজোড়া বাহু মেলি' নারায়ণ দিয়াছে অভয়।
নারায়ণ ভিক্ষা দেয় নারায়ণ হস্ত দেয় পাতি,
নারায়ণ-প্রভু-শিরে নারায়ণ-ভৃত্য ধরে ছাতি।

নরনারী শিষ্য আজি নারায়ণ করে দীক্ষা দান,
মর্ত্ত্যে প্রেম-ধর্ম্মরাজ্য রচিলেন আজি ভগবান।
নাহি মৃত্যু নাহি শোক রাজে সেথা অনন্ত জীবন,
মূর্ত্ত আজি নর-নারায়ণ।

---

## সেই অচেনায় নমস্কার

ঠাঁই ঠিকানা নাইকো জানা সেই অচেনায় বন্দি আজ,
গুপ্ত থেকে হঠাৎ সে যে ধর্ব্বে ওরে চেনার সাজ।
বন্যা ওরে লুকিয়ে থাকে কোন্ পাহাড়ে সঙ্গোপনে,
শুষ্ক নদীর বক্ষে হঠাৎ 'ঢল্' বহা'বার ফুল্ল-মনে।
ঘুর্ণীবায়ু রুদ্র-তেজে সৃষ্টি করে কম্পবান,
কেউ জানে না কোন্‌খানে তার শক্তি হ'ল মূর্ত্তিমান।
ভূ-কম্পেরি সৃষ্টি হ'ল কোন্ গোপনে চমৎকার,
ঠাঁই ঠিকানা যায় না জানা সেই অচেনায় নমস্কার।

নমস্তে

সিন্ধু-বুকে গর্জ্জে ওঠে লক্ষ ফণা জলোচ্ছ্বাসে,
প্রলয়-রোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আনন্দের এই সৃষ্টিগ্রাসে।
কেউ জানে না কোন্‌খানে তার উঠ্‌লো বেজে রুদ্র-তাল্‌,
জলে স্থলে ক্ষুদ্র হ'য়ে গুপ্ত আছে সুপ্ত কাল।
দুঃখ ও সুখ লুকিয়ে থাকে অদৃষ্টেরি অন্ধকারে,
হঠাৎ তারা উঠ্‌ছে বেজে জীবন-বীণা-যন্ত্র-তারে।
বিঘ্ন ওরে লুকিয়ে থাকে হঠাৎ ফোটে মূর্ত্তি তার,
ঠাঁই ঠিকানা যায় না জানা সেই অচেনায় নমস্কার।

মাথার প'রে স্বচ্ছ গগন নীল-সাগরে অন্ত-হারা,
হঠাৎ সেথা ভর্‌লো মেঘে ঝর্‌লো উতল্‌ বাদল্‌-ধারা।
কোন্‌ নিরালায় মেঘের বুকে জাগ্‌লো ওরে জলের প্রাণ,
কোন্‌ গোপনের নীরব সাধন ঝর্‌লো হ'য়ে বর্ষা-গান?
বসন্ত সে লুকিয়ে থাকে হঠাৎ এসে ফোটায় ফুল,
বিশ্বেরি এই রঙীন্‌ তরুর লুকিয়ে আছে গুপ্ত-মূল!
এই জীবনের অঙ্গে রাজে গুপ্ত ওরে মৃত্যু-দ্বার,
ঠাঁই ঠিকানা যায় না জানা সেই অচেনায় নমস্কার।

বিরাট কুরু-সংগ্রামেরি ধ্বংস-লীলা সঙ্গোপনে,
কোন্‌খানে সে লুকিয়ে ছিল রহস্য তার কেউ না জানে।
পাণ্ডবেরি অক্ষ-ক্রীড়ায় লুকিয়ে ছিল মর্ম্ম তার,
ব্রজের বুকে ক্ষুদ্র গোপাল বাড়্‌লো তারি কর্ণধার।
এম্‌নি করে দুঃখ-সুখের দেব্‌তা ওরে অন্ধকারে,
কারণ-বীজে লুকিয়ে থাকে কর্ম্মেরি এই মর্ম্মাগারে।
সব অজানা হঠাৎ ওরে ধর্‌বে কবে মূর্ত্তি তার,
ঠাঁই ঠিকানা যায় না জানা সেই অচেনায় নমস্কার।

---

## রসরাজ

ওগো রসরাজ, হে আমার চিদানন্দ,
তোমারি মাঝারে নন্দিত মম জীবনের সব ছন্দ।
তোমারি লাগিয়া গাহিল কোকিল বুল্‌বুল্‌,
তোমারি ছন্দে বহে নদীজল কুল্‌কুল্‌,
মধুভরা ফল করে রসে রসে ঢুল্‌ঢুল্‌,
নিখিলের যত বিটপী-লতার কণ্ঠে ;
বনে বনে ওগো দোলে তব রস-হিন্দোল্‌,
রঙ্‌-রসে তব ফুলে ফুলে নিশিদিন দোল্‌,
সারা সৃষ্টি যে তোমারি রঙীন্‌-প্রেম-কোল্‌—
তারা যে তোমারি রস-ধারা মোরে বণ্টে।
সংসারে তুমি প্রেম দিয়া রচি' নন্দন,
আত্মীয় সাজি' মায়ার বাঁধনে রসে রসে দিলে বন্ধন।

তব রসে রসে মন্-অলি আজি গুঞ্জে ;
সুন্দরী-লাগি' সুন্দর হ'লে নিখিলের প্রেম-কুঞ্জে।
প্রেম-রসে তুমি প্রিয়ারে করিলে ধন্যা,
চুমায় চুমায় বহা'লে রসের বন্যা,
পিতা সাজি' তুমি রচিয়া পুত্র-কন্যা
জননীর রসে ফুটাইলে শতদল গো ;
তরুণ সাজিয়া তরুণীরে করি' সন্ধান,
করিছ রসিক তোমারি প্রেমের রস্ দান,
ঘরে ঘরে তাই রাস-লীলা তব রস্-গান
রসরাজ, রসে করিতেছ শত ছল্ গো।
তব রসে নাচে সৃজনের আদি ছন্দ,
প্রেম হ'য়ে তুমি জাগিলে বাহিরে রসে হ'লে চিদানন্দ!

# জন্মাষ্টমী

ব্যাপ্ত অসীম অম্বর-তল ঘন ঘোর কালো মেঘে,
অধীর পবন গর্জ্জন করি' ফুঁসিছে মত্ত বেগে।
জলদ-পুঞ্জ ঢালে নিশিদিন বারিধারা অবিরল,
পাগল যমুনা উদ্দাম স্রোতে ছুটিয়াছে উচ্ছল।
কৃষ্ণা রজনী মসী ঢালা গায়,
তমসায় নাহি পথ দেখা যায়,
বিশ্বপ্রকৃতি করে হায় হায়,—"কোথা আলো—কোথা আলো?
দয়াময়, আর নাহি সয় তব কৌমুদী-দীপ জ্বালো"।
মানব কাঁদিল—"ভগবান ভগবান,
জীবনের ঘোর তমসা হইতে কর গো পরিত্রাণ"।

বজ্র-দগ্ধ সৃষ্টির হৃদি বুক চিরে আজি কাঁদে,
রাজপথে শত অসহায়া নারী কাঁদিছে আর্ত্তনাদে।
মন্দির-মাঝে পাষাণ-দেবতা কর্ণ নাহিক তার,
ধর্ম্মের নামে প্রাঙ্গন-তলে ভরা শত অবিচার।

ফাঁকা সে মন্ত্র নাহি তার প্রাণ,

পূজার মাঝারে নাহি ভগবান,

সত্যেরে চাপি' সংস্কার শুধু বেড়ে ওঠে পলে পলে,

পালনের ছলে রুদ্রশাসন গর্জ্জিছে পশুবলে।

এস নেমে ওগো এস নেমে একবার,

হে চিরযুগের ধ্বংস-রাজার ধ্বংসের অবতার!

সহসা ও কি রে অম্বর ব্যাপি' আনন্দ-রেণু ঝরে,

অমৃত-ধারা পড়িল গলিয়া ব্যথিত মর্ত্ত্য 'পরে।

সপ্তভুবন ছন্দিত করি উঠিয়াছে বন্দন,

আর্ত্তে তারিতে বিশ্বত্রাতার আজি ওরে আগমন।

ধরণীর দুঃখ-দুর্দ্দিন-রাতি,

জীবন-মরণে রণ-মাতামাতি,

হেন সঙ্কটে না আসিলে তিনি, কি করিয়া বাঁচে প্রাণ,

সৃষ্টি রাখিতে মর্ত্ত্যের ঘরে আসে নামি ভগবান।

শ্রবণ-রন্ধ্রে বংশী যে বেজে যায়,

ধ্বংস-হরণ-জন্ম-বারতা গা'বি তোরা আয় আয়।

কাঁদে কে রে আজ ত্রিতাপ-তাপিত-সংসার-কারাগারে ?
বক্ষ-পাষাণ মুক্ত করিতে এসেছেন হরি দ্বারে ।
সব দাহ তাপ ধুয়ে যাবে আজ আলোকের ঝরণায়,
আলোকের রাজা এসেছেন যে রে আঁধারের আঙ্গিনায় ।
ভরে থাকে মেঘে যদি অম্বর,
বজ্র গরজে যদি কড়্ কড়্,
নাহি ওরে খেদ নাহি ওরে ডর দীনবন্ধু যে ঘরে,
গৃহে গৃহে গাঁথি পুষ্পের মালা সাজায়ে দে থরে থরে ।
মথুরার পথে ছুটে আয় নরনারী,
আঁধারের তলে আজি আনন্দ গলে যায় দেবতারি ।

গর্জ্জন করি' নাচ ওরে বায়ু, উন্মাদ বাহু তুলি',
রুদ্র মধুরে তালে তালে নাচি' ওঠ রে যমুনা ফুলি' ।
পাপ তাপ গ্লানি শঙ্কার পুরী হ'য়ে রোক অচেতন,
প্রাণধনে মোরা রেখে আসি চল্ ডেকেছে বৃন্দাবন ।
হেঁটে হব পার সিন্ধুর গায়,
তুচ্ছ তরীর মাগি না সহায়,

নিখিল-বন্ধু কোলে আজি যার তাহার কিসেরে ভয় ?
শ্রীমধুসূদন আত্মীয় যার সম তার বরাভয়।
বলে দে বার্ত্তা বিশ্বের দ্বারে দ্বারে,
আর্ত্তের হরি জন্মেছে আজি কংসের কারাগারে।

---

## কৈশোর-স্বপ্নরাজ্য

সহসা ও কি 'ও' রাজপথ ভরি' ওঠে ক্রন্দন রোল,
গগন প্লাবিয়া মানব-কণ্ঠে উঠিল গণ্ডগোল।
"রক্ষ রক্ষ আর্ত্ত-শরণ দেব-দেব নারায়ণ,
অত্যাচারীর নিঠুর পীড়নে কাঁদে যে আর্ত্তজন"।
রসিক কিশোর কিশোরীর সনে,
ছিল ভুলি' প্রেম-রস-নিমগনে,
প্রেমের বিলাস-কুঞ্জে তখন ভরা কোকিলের গান,
কুঞ্জভবনে মধুর মিলনে মাতিয়া উঠেছে প্রাণ!

সহসা দূরে সে ক্রন্দন-রোল—
কিশোরের প্রাণ করে উতরোল,
চমকি' প্রেমিক, চঞ্চল হিয়া,
কহে প্রেমিকায়—অয়ি প্রাণপ্রিয়া,
আর নহে সখী, আজি হ'তে মোর প্রণয়েরি লীলা শেষ,
কাঁদে ওই কোটি আর্ত্তের প্রাণ, ডাকে ওই নব দেশ।
খুলে দাও আজি প্রেমালিঙ্গন ভুজ-বল্লীর ডোর,
আর্ত্ত আজিকে মাগিছে শরণ ঝরে কোটি আঁখি-লোর!

মলয় ছুটিল অধীর চপল,
যমুনা বহিল কল্ কল্ কল্,
ফুটিয়া উঠিল কোটি শতদল অলি দিল ঝঙ্কার;
কিশোরী কহিল—মোর রসময়,
মোরে ছেড়ে যাবে তাও কি গো হয়,
তোমার হিয়ায়—আমি ছাড়া—আর কার আছে অধিকার?
কহিল কিশোর—অয়ি প্রিয়ে মোর,
তোমার প্রেমেরি বন্ধন ঘোর,

আর কতদিন রাখিবে বিভোর আমার এ ভোলা প্রাণ,
বিশ্ব-সমাজ ডুবে যায় তারে কে করে পরিত্রাণ ?

সহসা প্রলয় অন্তরে গণি'
কাঁদিয়া কহিল কিশোরী তরুণী,
হে পাষাণ, তব নিঠুর বিদায় কেমনে শুনিব কানে ?
শাণিত-ছুরিকা চাহ বসাইতে মম হৃদি-মাঝখানে !
তোমার কর্ম্ম সেই কি সত্য—
মিছে এ পিরীতি মোর ?
অসীম হিয়ার অসীম বাঁধনে
বাঁধা এ যে প্রেম-ডোর !

তুমি যে আমার পরশমাণিক অভাগীর আঁখি-ধন,
কোন্ সে মায়াবী ভুলায়েছে আজ ? করে দে'ছে উচাটন !
জ্যোছনায় ভরা অম্বর-তল,
যৌবনাবেগে ধরণী উতল্,
সাধের রচা এ বাসরের তল বৃথা হবে অবসান ?

হৃদি-কুঞ্জের আজি বেদী-মূল,
ফুলে ফুলে তরু করে ঢুল্ ঢুল্,
ভাঙো ওগো ভুল, মিলন-আকুল-চুম্বন লহ দান

নীল সরোবরে পূর্ণিমা-শশী,
ঝাঁপায়ে পড়িল কিশোরী রূপসী,
ভুজ-বেষ্টনে চুমায় চুমায় ভরিল কান্ত-মন।
নাচিয়া উঠিল ব্রজ-হৃদিতল,
মাতিয়া উঠিল বনে ফুলদল,
কুঞ্জে কুঞ্জে গাহিল কোকিল,
তোলপাড় করে বিশ্বের দিল্,
মিলনানন্দ-নন্দনে আজি মন্মথ-জাগরণ!

মদন-বিলাস কাঁপে থর থর,
খসিয়া পড়িল হাতে ফুলশর,
তনু জাগাইতে অ-তনু হইল মন্মথ আজি লাজে!

নিখিল-প্রবাহ হ'য়ে গেল ভুল,
শুধু দুটি হৃদি বহে কুল্ কুল্ ,
নিখিল ব্যাপিয়া যুগলমিলন অসীম হইয়া রাজে ।

* * *

রাজপথে পথে অশ্রুর ধার,
সেইমত আজো ওঠে হাহাকার,
কর্ম্মক্ষেত্রে ঘুচিল না হায় আর্ত্তের ক্রন্দন ;
মথুরার পথে শুধু হা হুতাশ,
তবু ভাঙ্গে না রে ব্রজের বিলাস,
সেথা জাগে চির প্রেম-চুম্বন মিলন-আলিঙ্গন !

---

# রথযাত্রা

রথের ধূলায় কে লুটাবি কায়, আয় আয় কোটি প্রাণ,
সারথীর বেশে দাঁড়াইয়া আজি পতিতের ভগবান।
অম্বর ভরি' গুরুগম্ভীর আহ্বান তাঁর ছোটে,
বিষজর্জ্জর বাসুকীর ফণা রক্তচরণে লোটে।
মহামিলনের যাত্রার পথে ছুটেছে নিদেশ তাঁর,
বৈরীর বুকে বৈরীরে বাঁধি' ক'রে দিতে একাকার।
রথের রজ্জু ধরি' আজি জোড় করে,
তুচ্ছ করিয়া রুদ্রশমনে দাঁড়া রে বিশ্ব-'পরে।

স্বরগ মর্ত্ত্য মন্দ্রিত করি' শঙ্খ যে তাঁর বাজে
পঙ্গুর দেহ শক্তির গতি চাহে আজ প্রতি কাজে।
সরণীর প্রতি ধূলিকণা আজি তাঁহারি আশীষ মাখা,
যাত্রার সারা পথ ভরি হরি-চরণ-চিহ্ন আঁকা!

তাঁরি পদ-রেখা চুম্বিয়া মোরা ছুটে যাব নরনারী,
মিথ্যা মোহের বিলাস-বাঁধনে আর কি রহিতে পারি ?
খুলে গেছে আজি সকল বাঁধন লাজ,
সারথীর বেশে এসেছেন ওই বিশ্বের অধিরাজ।

তাঁর শ্রীক্ষেত্র পুরুষোত্তম আজি যে রে সব ঠাঁই,
প্রসাদী অন্নে স্বজাতি বিজাতি ভেদ নাই ভেদ নাই
অরূপ-রসের ঘন-নীলাচল মুক্তির পীঠ ভবে,
মানব-জীবন ওইখানে গেলে তবে রে ধন্য হবে।
পথে পথে ওরে জগন্নাথের রথের চক্র রাজে,
মরণের ধূলি অমৃত হ'য়ে আনন্দ-বাঁশী বাজে !
নিখিল-চিত্ত আকুল-উন্মাদন,
মর্ত্ত্যের রথে সারথীর বেশে এসেছেন নারায়ণ।

বিশ্বের আজি সব পথ ওরে তাঁহারি মুক্ত দ্বার,
তাঁরি আনন্দ-বাজারে স্বার্থ হ'য়ে গেছে একাকার।

এ মহাতীর্থ-প্রাঙ্গণে মোরা গা'ব আজ তাঁরি জয়,
নাহি শোক-তাপ দুঃখ-দৈন্য নাহি রে শঙ্কা ভয়।
রথের চক্রে পুঞ্জিত গ্লানি হ'য়ে যাবে চুরমার,
ধর্ম্মের রাজা এসেছেন দিতে ধর্ম্মের অধিকার।
অভয়-রজ্জু ধরি' তাঁর প্রাণপণে,
নন্দনে যা'ব আমরা পরমানন্দেরি প্রয়োজনে।

মরণের দেশ দলি' চলে যাবে তাঁর মহাস্যন্দন,
চাকায় চাকায় ছিঁড়ি যায় যত নিখিলের বন্ধন।
শৈল হইতে শৈলেরি 'পরে সকল সিন্ধু দলি',
এ মহা গতির নাহি বিশ্রাম, উঠিবে সে উজ্জ্বলি'—
সহসা নিখিল ধর্ম্মেরি শিরে; সে আলোকে নমি' শির,
হাজার দেবতা পঙ্ক-তিলক মুছে দিবে ধরণীর।
পাঞ্চজন্যে বেজেছে তাঁহার গান,
মানবের মহামুক্তির তরে এসেছে পরিত্রাণ।

অন্ধ খঞ্জ দুর্ব্বল দীন আজি ওরে কেহ নয়,
বিশ্বের রাজা আমাদের পিতা আমরা বিশ্বময়।

রত্নবেদীতে মুক্ত যে আজি মহামিলনের স্থান,
এক জাতি মোরা, একটী ধর্ম্ম, আমরা একটী প্রাণ।
তাঁহারি নামের কল্লোলে আজি ভরে দিব মহীতল,
নাহি বিচ্ছেদ নাহি অভিশাপ নাহি রে অশ্রুজল।
রথরজ্জুতে বাঁধি আয় মনপ্রাণ,
সারথীর বেশে এসেছেন ওই আর্ত্তের ভগবান।

---

## বিশ্ব-ব্রজ

বিশ্ব যে আজ ব্রজের পুরী,
ব্রজের পথে বিশ্ব রাজে ;
মর্ত্ত্যলোকের পথটি ওরে
মুক্ত বৃন্দাবনের মাঝে।
কালিন্দীরি উতল্ ধারা
বইছে সকল নদীর ধারে,
শ্যামের তনুর ঘ্রাণ ভরা আজ
সকল ফুলের গন্ধ ভারে।

জলে স্থলে কানন ব্যোমে

বাজছে তাঁরি মোহনবাঁশী ;

তাঁর প্রেমে আজ যায় ভেসে ওই

সকল দ্বেষ আর হিংসা রাশি।

তাঁহার লীলার ঢেউ লেগে আজ

ভাবের ধরা কাঁপ্‌ছে বেগে,

গ্রহের দল ওই মাতাল পাগল

নাচ্‌ছে কোটী যুগ্‌টি জেগে।

জ্যোৎস্নাতে তাঁর হাসির লহর

উথ্‌লেছে রে গগন ভালে,

ভক্ত প্রেমের পুণ্য দীপে

পথটিতে তাঁর আলোক জ্বালে।

তাঁর পথেরি সব দিকে ওই

মুক্তি-দুয়ার আজ রে খোলা,

আয় তৃষিত-সুধার কাঙাল

আয় রে প্রেমিক আত্মভোলা !

তাঁহার বাণীর ছন্দ আজি
নাচ্‌ছে সাগর-উর্ম্মি-শিরে,
মানব-মনের দর্পণে আজ
তাঁর ছায়াটি সদাই ফিরে।
কর্ম্মভূমির কর্ম্ম বিপুল,
ধর্ম্ম তাঁহার নেত্র দুটী ;
সকল রূপ আজ সকল শোভায়
হাস্য যে তাঁর পড়ছে লুটি'।
আঁধার আলোয় আজকে শ্যাম আর
সুন্দরেরি মূর্ত্তি জাগে,
আয় রে ছুটে রসের সাধক,
প্রাণ যে মহাপ্রাণটি মাগে।

বিশ্বপ্রাণ আজ ডুব দিতে চায়
তাঁহার রসের প্রস্রবণে,
প্রাণবঁধুয়ার আকুল টানের
ডাক্ যে পশে ওই শ্রবণে

সকল দেশের তরুর তলায়

বাজছে যে তাঁর মোহনবাঁশী,

ব্রজের পথে প্রেমের মানুষ

ছুট্‌ছে সকল শঙ্কা নাশি'।

মিশ্‌বে জাতি একটি বুকে

শান্ত হবে সকল জ্বালা,

ভিন্ন ভেদ আর রইবে না আজ

সবার রাজা নন্দলালা।

---

## আদি নর

নাহি জ্যোতি নাহি আলো, নাহি সৃষ্টি নাহি স্থিতি,
নাহি দিক নাহি চরাচর ;
অনন্তের মহাগর্ভে বিরাট সে অন্ধকার,
কাঁপিতেছে করি থরথর।
আঁধারের বক্ষে জ্বলে অপরূপ কোটি সূর্য্য-জ্যোতি,
দেহশূন্য-মূর্ত্তি-মাঝে অমূর্ত্তের লীলানন্দ-রতি—
ব্যাকুল হইয়া উঠে। অকস্মাৎ ভেদি অন্ধকার,
ব্রহ্মের সে লীলা-মূর্ত্তি ধরিলেন অপূর্ব্ব আকার!
ব্রহ্ম-লীলানন্দ-রসে, কামনার নাভি-পদ্মে,
জাগিলেন আদি ভগবান ;
ব্রহ্ম হ'তে বিকশিত, সৃষ্টিগুরু ব্রহ্মা নাম,
আদি নর গাহিলেন গান।

মধুর মোহন কণ্ঠে, প্রণব ঝঙ্কারি উঠে,
সৃষ্টির সে আদিম প্রভাতে ;
অনন্ত গগন-বুক, স্পন্দিত হইয়া কাঁপে,
সে আনন্দ-ঘাত-প্রতিঘাতে—

অপূর্ব্ব গন্ধে ও রসে খুলি' গেল রূপ-প্রস্রবন,
ব্যোমগর্ভে গ্রহকুল ছন্দে ছন্দে করিল নর্ত্তন।
পুঞ্জে পুঞ্জে তারকায় গেঁথে দিল সৌন্দর্য্যের হার,
আদি নরে বন্দনায় রবিশশী ঢালে স্তুতি-ভার।

এত শোভা এত হর্ষ, ধরিল না ব্রহ্মা-বুকে,
এ সৌন্দর্য্য কে করিবে পান?
ভুবন রচিয়া তাই, অনন্ত মানব রূপে,
মূর্ত্তি নিলা আদি ভগবান।

অনন্ত সে মানবের, অনন্ত সে রূপে রূপে,
খণ্ড খণ্ড করি আপনারে;
এক সে আদিম নর, হইলেন বহুরূপী,
একই সুর বাঁধা কোটি তারে।

অপূর্ব্ব সে মূর্ত্তি হেরি' রূপ-কান্তি হেরিয়া নবীন,
সারা সৃষ্টি ভক্তি-ভয়ে নর-মূর্ত্তি করে প্রদক্ষিণ।
আজ্ঞাকারী দেবশক্তি জল আলো দিল ভারে ভার,
অনন্ত সে মহাকাল পরমায়ু বহিল তাহার।

তারি লাগি' এ নিখিলে, উঠে নিতি রবিশশী,
বহিল রে মলয়-পবন ;
প্রকৃতির মহারাজ্যে, অমৃত-সম্পদ লভি',
নর হ'ল রাজা চিরন্তন।

হে মর্ত্ত্যের মহারাজ, তোমা লাগি' বসুন্ধরা
মধুভরা শস্য করে দান,
তোমা লাগি' ফুটে ফুল, নদী বহে কুলকুল,
তোমা লাগি' পাখী গাহে গান।
তব রাজ্যে নাহি ধনী, নাহি দীন, নাহি ভেদাভেদ্ ;
তোমার সে লীলা-ভূমে নাহি দৈন্য নাহি কোন খেদ্।
বাতাস-আলোক-মাটি ভুঞ্জ তুমি সম অংশ তার,
সারা বিশ্বে এক তুমি, ভিন্নরূপে হইলে বিস্তার।
নিখিলের সব সুখ, সব আনন্দের মধু,
বাঁটো তুমি করিয়া সমান ;
কেবা কারে করে ভয়, কেবা কারে করে জয়,
খণ্ড খণ্ড তুমি ভগবান।

# বিশ্বমাতার আবাহন

এস স্থষ্টি প্লাবন করা শক্তির হিল্লোলে
মন্ত্র-মুখর করি বিশ্বে,
এস স্বর্গ-শস্ত্র করে স্পন্দিত করি প্রাণ
ঢালিতে মাভৈঃ বাণী নিঃস্বে।
এস অসীম জীবন-মাঝে চেতনার মহাদেবী
নমো নমঃ করুণার নির্ঝর,
এস বিশ্বে আদিম ধারা শঙ্কর-শিরোপরে
মর্ত্ত্যের 'পরে ঝরি ঝর্ঝর।
এস উত্তাল-হিন্দোল-নন্দিত-দোল্‌নায়—
উদ্দাম পুলকেরি ছন্দে,
নমঃ অনিমাং লঘিমাং অসীমাং সসীমাং
জননী শারদে বন্দে।

এস সকল নিখিল-সুর তোমার পরশ লভি
বাজিতে চাহে গো একসঙ্গে,
এস আজি এ আকুল হৃদি বিকশিত হ'তে চায়
তব পদ-যুগ-মধু-অঙ্গে।
এস নর্ত্তন-তালে তব ছন্দিত ত্রিলোকের
হয়ে আছে প্রাণ চির চঞ্চল,
এস চন্দ্র-সূর্য্য-তারা-রঞ্জিত-মণি-হারে
ঝলমল করে তব অঞ্চল।
এস রূপে রূপে হে অরূপা বন্দী কর গো মোরে
শব্দে পরশে রসে গন্ধে,
নমঃ অনিমাং লঘিমাং অসীমাং সসীমাং
জননী শারদে বন্দে।

এস বিদ্যুতে পথ রচি রুদ্রানী রূপে অয়ি
মর্দ্দিত করি শত শঙ্কা,
এস গগন ভেদিয়া কর উদ্যত করি' আজি
মাভৈঃ মাভৈঃ মারি ডঙ্কা।

এস আত্মশক্তিরূপা সিংহেরি 'পরে চড়ি
বাজাইয়া মেঘে মেঘে করতাল,
এস তব লীলাছন্দেরি উৎসব মাঝে আজি
শম্ভুর বম্ বম্ বাজে গাল।
এস ধর্ম্মে ধর্ম্মে অয়ি কর্ম্মে মর্ম্মময়ী
বাজিতেছ জীবনেরি ছন্দে,
নমঃ অনিমাং লঘিমাং অসীমাং সসীমাং
জননী শারদে বন্দে।

এস পটহেরি ডিণ্ডিমে শুভ্র পালক নাচে
তালে তালে নাচে হৃদি-রক্ত,
এস নিখিল-দেহের সারা ইন্দ্রিয় দিয়া আজি
ধরিবারে চাহে তোমা ভক্ত।
এস অন্ধ-আচার-ঘেরা বর্ব্বর বিধি আজি
উদ্যত করিয়াছে অসি তার,
এস ধর্ম্ম-ছলনা আজি চূর্ণ কর মা তার
দুর্ব্বল করে যে মা হাহাকার।

এস অসহ শক্তি মাঝে রসঘন হে প্রতিমা,

সম্বৃত করি লীলানন্দে ;

নমঃ অনিমাং লঘিমাং অসীমাং সসীমাং

জননী শারদে বন্দে।

এস চিত্ত-চড়কে আজি পাগ্‌লা সে ভোলানাথ

জাগিয়াছে উদ্দাম নৃত্যে,

এস তোমারে কেন্দ্র করি অসীমের মাঝে ঘুরি,

এঁকে নিই জীবনের বৃত্তে।

এস নিখিল-নারীর মাঝে মাতৃমূর্ত্তি ধরি'

পুরুষেরে কর তার সন্তান,

এস মাতৃমন্ত্রে রচি নব-নারী-মঙ্গলে

দেহ আজি তারে শিব-সন্ধান

এস সৃষ্টির রসলীলা সঙ্গীতে উৎসবে

এস অয়ি কবিতায় ছন্দে,

নমঃ অনিমাং লঘিমাং অসীমাং সসীমাং

জননী শারদে বন্দে।

এস অশ্রুতে অশ্রুতে বেদনার মালা গাঁথি
রচিয়াছি আজি নব সজ্জা,
এস ভক্তি-প্রণয়-প্রীতি বরাভয় তুমি ভীতি
স্নেহ প্রেম তুমি মম লজ্জা।
এস জীবনের তারে ওগো মৃত্যুর সুর বাঁধা
কোলে তব রচি' দাও বন্ধন,
এস নন্দন-পদ-তলে ঝরিয়া পড়িতে চাহে
হৃদয়ের সারা ফুলচন্দন।
এস চিত্ত-কমল-দল করি দাও বিকশিত
তব পদতল-মধু-গন্ধে,
নমঃ অনিমাং লঘিমাং অসীমাং সসীমাং
জননী শারদে বন্দে।

---

## শারদাভিষেক

এস

প্রোজ্জ্বলপীত-কাঞ্চন-জ্যোতি নির্ম্মল নীল গগনে,

এস

স্নিগ্ধ-কিরণ-রঞ্জিত-উষা আলোক-প্লাবন-মগনে ;

এস

বর্ষা-নীরদ-নির্ঝর-বারি-ধৌত-বদন-ঝলমল,

এস

বরাভয় ঢালি বিশ্বমানব-অন্তর করে টলমল।

এস

অঙ্গের মধু মদির গন্ধে অন্ধ করিয়া পবনে,

এস

রঞ্জিত কোটি কুসুম-হাস্যে কানন-কুঞ্জ ভবনে ;

এস
বর্ণে বর্ণে রজতে স্বর্ণে সৃষ্টির গলে গাঁথি হার,
এস
গঙ্গা-যমুনা-সিন্ধুর হৃদি কল কল জল-দল-ভার।
এস
নিযুত ছন্দে সঙ্গীতময়ী মঙ্গল-রস-হরষা,
এস
শস্য-শ্যামল-উৎসব-পুরে বঙ্গের চির ভরসা ;
এস
শুভ্র-শেফালি-মণ্ডিত-ধরা-প্রাঙ্গনে করি পদ দান,
এস
দৈন্য-বিপদ-শঙ্কা-হরণা, মিলনানন্দ-প্রেম-গান !
এস
কর্ম্মমুখর-মন্দির-মাঝে মর্ম্মের চির ভাষা গো,
এস
সংসার-সুখ- সম্পদময়ী নন্দন-ভালবাসা গো !
এস
জননীর স্নেহ চুম্বন করি প্রণয়ামৃত রমণীর,
এস
বোধন-বাদ্য শঙ্খ-স্বননে শোণিত-নৃত্য ধমনীর।

এস
কুন্তলে তারা-পুঞ্জের মেলা আঁখি ভরা স্নেহ করুণা,
এস
সুন্দর-শিব-মন্থন-মধু রসে রসে চির তরুণা ;
এস
উদ্দাম চল চপল চিত্তে উত্তাল সাগরের বান,
এস
মানবের ঘরে মৃত্যুঞ্জয়ী সুধাময় জীবনের গান।
এস
চন্দ্র-সূর্য্য-বুকে নাচি নাচি অম্বর 'পরে মাতিয়া,
এস
ফেনিলোচ্ছল সিন্ধুর শিরে উর্ম্মির মালা গাঁথিয়া।
এস
জ্যোৎস্না-মগন-নন্দিতা-নিশি সুখস্বপ্নের মধুদ্বার,
এস
শান্ত শোভার সম্পদ ছবি বন্দন লহ শতবার।

---

## জগন্মাতা

উঠেছে মাভৈঃ মহামন্ত্র ধ্বনিত করিয়া সর্ব্ব ব্যোম,
গ্রহপুঞ্জে ওঠে তোল্‌পাড় শিহরি' উঠিল সূর্য্য সোম।
জননী এসেছে আজ দ্বারে—ওই মহাশক্তি ওঠে গাহি',
করিল অভয় দান সবে—"ওরে আর ভয় নাহি নাহি"।
পাপতাপ-দাব-দগ্ধ-প্রাণে ঝরি' পড়ে আশার চন্দন,
মা আমার ভীষণ শ্মশানে একি শক্তি দিলি উন্মাদন!

দশ করে রুদ্র-প্রহরণ জীবন ও মৃত্যু নিয়ে খেলে,
অধরে প্রকটি' অট্টহাসি নয়নে কল্যাণ দিস্‌ ঢেলে।
চরণ-নর্ত্তন-তালে তালে বিশ্বপ্রাণ উঠে যে শিহরি,
মঞ্জীরের প্রতি ঝনরণে স্বর্ণশস্য পড়ে ঝরি' ঝরি'।
হে অনন্ত মহাদেবী অয়ি, কি রহস্যে করিস্‌ বিরাজ,
মা আমার এ দীন সন্তানে মূর্ত্তিরূপে কি দেখালি আজ!

আদিম বিকাশ কবে তোর হয়েছিল প্রোজ্জ্বল প্রভাতে,
দেবতার তেজপুঞ্জ দিয়া মানবের বেদনাশ্রুপাতে।
আর্ত্তের ব্যাকুল ব্যথা তোরে তিলে তিলে করিল গঠন,
ত্রিলোকের আত্মার তৃষায় হয়েছিল প্রাণ-উদ্বোধন।
মাভৈঃ ঢালিলি ধর্ম্ম-লোকে, কেঁপে ওঠে পাপরাজ্য-দ্বার,
মা আমার শক্তির প্রতিমা, জন্ম জন্ম পূজি বারবার।

গগনে রচিয়া দিলি রথ অমঙ্গল নাশি' চক্র ঘুরে,
অসত্যের বেদনা-শৃঙ্খল ছিন্ন হ'য়ে পড়ে দূরে দূরে।
অভিশাপ-দগ্ধ প্রাণে প্রাণে ঢেলে দিলি অমৃতের বর,
নন্দনের মধু গন্ধ বহে ভরে দিলি ত্রিতাপী-অন্তর।
পরালি এ নিখিলের গলে সত্যশিবসুন্দরের মালা,
মা আমার মুছে দে গো আজি মানবের সব দুঃখ জ্বালা।

বহি তীব্র বেদনার শেল পুনঃ বিশ্ব ভাসে আঁখি নীরে,
নিঃস্ব জীব মা তোর করুণা মাথাকুটি' চাহে ফিরে ফিরে।
সুধা ত্যজি সন্তানেরা তবে লভে কেন তীব্র হলাহল,
তারা কেন উঠিবে না কোলে পাইবে না চরণ-সম্বল?

তুই যে আনন্দময়ী শুভা, শুধু স্নেহ শুধু শান্তি ভরা,
মা আমার কতদিন আর র'বে শিরে দুর্ব্বহ পসরা ?

একি একি ? এলি নাকি দেবি, শুনিলি কি ভক্তের ক্রন্দন ?
যবনিকা খুলিল সহসা, স্বর্গে পুনঃ ওঠে উদ্বোধন—
দেব-চারণের স্তোত্রগানে। মুহুর্মুহু ঘোষে শঙ্খনাদ,
মরতের দুটী সিংহদ্বারে ওঠে হর্ষ আকুল প্রমাদ।
সর্ব্বলোক পুনঃ পাবে ত্রাণ নবজন্ম হইবে জাতির,
মা আমার, মা আমার, ওই কাঁদে দুটী সমুদ্রের তীর !

ওই ওই ত্রিদিব-আলোকে ভরে গেল দিক চক্রবাল,
ধুয়ে গেছে জননী-লীলায় সর্ব্বব্যথা আপদ জঞ্জাল।
মুছিবে গো শোণিত-চন্দনে জাতীয়তা-কলঙ্কের দাগ,
পুনঃ সবে বসি একাসনে বিশ্বপ্রেম করি লবে ভাগ।
এক হস্তে দিবি তুই শান্তি অন্য হস্তে ঢালি আশীর্ব্বাদ,
মা আমার মা আমার যেন, কেহ তায় নাহি পড়ে বাদ।

জননি, বুঝিতে গিয়া তোরে জ্ঞান বুদ্ধি হয়ে গেছে ভুল,
তোর তত্ত্ব খুঁজিবারে গিয়া হারায়েছি কল্পনার মূল।
কাজ নাই বুঝে মর্ম্ম তোর, সন্তানের বুকে কিবা কাজ ?
আয় আজি মুছায়ে দে এসে অপমান সর্ব্ব ভয় লাজ।
আয় তবে আয় আজি ওই আগমনী গাহে কোটী প্রাণ,
মা আমার মা আমার আজি ছুঁড়ে ফেলি সর্ব্ব অসম্মান।

---

## ব্রাহ্মণ

জগৎজুড়ে উঠ্ছে তোমার ওই আবাহন বিশ্বপ্রাণ,
জাগ্‌বে কবে যুগের গুরু করতে মানব-শিষ্যে ত্রাণ ?
ঝঞ্ঝা-দানব উঠ্‌লো বেগে উঠছে নড়ে পৃথ্বী-তল,
অগ্নিতে ওই দিক্ দহে' যায় ঢাল্‌বে কে তায় শান্তিজল ?
ডাক্‌ছে গো তাই আর্ত্ত মানব আস্‌বে কবে রুদ্রধীর,
পন্থ ভুলি চরণতলে লুন্ঠিত আজ ক্ষুদ্র শির।

শতাব্দী যুগ বর্ষ ধরি একাগ্র একলক্ষ্য প্রাণ,
রচলে গো অমৃতের সায়র বুকের করি রক্ত দান।
ব্রহ্মচারীর দীপ্তবেশে ছুটতো তোমার মন্ত্রবল,
নিঃশ্বাসে যে উঠ্‌তো বেজে সৃষ্টিহিয়ার যন্ত্রতল।
কানন ভবন গগন ভূমি আস্‌ছে ছেয়ে ওই বানে,
সত্বগুণের পূর্ণবিকাশ, কোথায় তুমি কোন্‌খানে?
দীর্ণ মোদের বক্ষে ঢালো তোমার সাধনমন্ত্র-শ্লোক,
কলঙ্কেরি পঙ্ক মুছি আবার জাতি ধন্য হোক।

যুগের 'পরে যুগ কেটে যায় কাঁদছে আকুল ভক্ত ওই,
কালের মায়ায় সব মুছে যায় রয়না কিছুই অশ্রু বই।
স্বরূপ তোমার লুপ্ত তো নয় গুপ্ত আছ ধর্ম্মরাজ,
শর্ম্ম, তোমার কর্ম্ম কবে মুছিয়ে দিবে মর্ম্ম-লাজ?
গোলকধাঁধার ভ্রমের মাঝে পথ ভুলেছে পান্থগণ,
কুহেলিকার জটিল-জালে আত্মহারা ভ্রান্তজন।

মিথ্যা মোহের প্রবল টানে ঘোর তুফানের অঙ্কেতে,
ছদ্মবেশী সর্ব্বনাশী ডাক্‌ছে নরে সঙ্কেতে।

সাগর ভেদি' আস্‌ছে ছুটে ওই বিনাশের রুদ্ররোল,
কলির বাহু দুলিয়ে দেছে মৃত্যুনাথের গুপ্ত দোল।
মায়াবিনীর মূর্ত্তি ধরি সয়তানী ওই ভোগ বিলাস,
সর্পশিশুর হাস্য হাসি রচ্‌লো মোহন মৃত্যু-ফাঁস।

দীর্ঘ দিনের স্বর সহে না এই বেলাতে সিদ্ধপ্রাণ,
তপোবন আর কর্ব্বে কত বিচ্ছেদেরি অশ্রু দান।
তীর্থেরি এই ধূলির তলে দাঁড়াও এসে উচ্চশির,
তৃষ্ণাজ্বালার ব্যাকুল স্বপন দাও ভেঙ্গে দাও বিঘ্নটির।

বিশাল বিপুল যজ্ঞ তোমায় ডাক্‌ছে আবার ধর্ম্মরাজ,
ভারত এবার কর্ম্ম চাহে দেখ্‌বে তোমার মর্ম্ম আজ।
তাপস্, তোমার ইচ্ছা-ধারায় ঝরুক দেশে আশীর্ব্বাদ,
মৃত্যুরে জয় কর্ব্বে মানব আবার পাবে মুক্তি-স্বাদ।

স্বাগত হে স্বাগত হে ভুমার মধু চন্দনে,'
শুষ্ক ভবন সিক্ত কর ভরুক ধরা নন্দনে।

তোমার বিরাট রুদ্রতেজে বৈশ্বানর আর সূর্য্য রাজে,
বজ্রে তুমি দগ্ধ করো, স্বর্গে তোমার তূর্য্য বাজে।
মন্ত্রে তোমার শান্ত করে রুদ্র-মরণ-সিন্ধু-দোলা,
রুদ্ররোষের দেব্‌তা তুমি আনন্দেরি আত্মভোলা!
তপস্যারি ডঙ্কা মারি জব্দ করো যমরাজে,
ঝঙ্কৃত ওই মনের মাঝে ওঙ্কারেরি ভোমরা যে।

শীর্ণ তোমার তর্জ্জনীতে খেল্‌বে তড়িৎ দীপ্তিতে,
স্পর্শে তোমার আর্ত্ত ভুবন পূর্ণ হবে তৃপ্তিতে।
মুক্তি-সিনান করুক নিখিল ধৌত করি সব জ্বালা,
আস্‌বে জীবন তরুণ উষায় লক্ষ বুকে সুখ ঢালা।
ঢালো তোমার শান্তিজলে ভুবন সুধা গন্ধি' গো,
বিশ্বপ্রেমের মন্ত্রে আজি মানব করুক সন্ধি গো।

---

# প্রকৃতি-নৈবেদ্য

জননী প্রকৃতি, তব রূপে একি করিলাম আজি দৃষ্টি,
চারিদিকে তব স্নেহ-করুণার ঝর ঝর মধু বৃষ্টি।
বনে বনে তব করি কোলাহল,
আকুল পবন ছুটে চঞ্চল,
অঞ্চল-তলে দাঁড়ায়ে পুলকে করিয়া ও' পদ বন্দে,
তটিনী আকুল করি কুলকুল ছুটিয়াছে মহানন্দে।

কত শত জ্ঞানী দর্শনবিদ্ বসি ওই স্নেহ অঙ্কে,
জটিলবিচারে খুঁজে মরে তোমা হে মানসী অকলঙ্কে!
সন্ন্যাসী কবি ছুটেছে চলিয়া,
তব প্রেমে জয় লভিবে বলিয়া,
ভক্ত তোমার স্নেহ-কোল-তলে হইতে চাহে যে বন্দী ;
হে মহাশক্তি, বৈজ্ঞানিকের জাগো মা জীবন নন্দি'।

ভাবের মাঝারে কেবল যে তুমি নাচিছ আকুল ছন্দা,
হৃদয়ে আমার তুমি যে জননী প্রেমের অলকনন্দা।
অসীম রূপটী তাই গো মা তোর,
নিরখি' পরাণে লাগিয়াছে ঘোর,
তোমারি ভাবেতে তন্ময় আমি আজি যে আকুল ভ্রান্ত ;
তোমার পরশে উঠেছে শিহরি অলস এ প্রাণ শ্রান্ত।

আঁধারে একি মা রুদ্রমধুর বদনে হেরিনু দীপ্তি,
হস্তে দুলিছে মৃত্যু-কৃপাণ, নয়নে গলিছে তৃপ্তি।
শীর্ষে খচিত তারকার হার,
প্রলয়-মন্ত্র কণ্ঠে তোমার,
চরণের তালে কাঁপে থর থর সুন্দরশিব-সৃষ্টি ;
ব্যোম ভোলানাথ হয়ে আজি ভোলা মুদেছেন আঁখি-দৃষ্টি !

আলোকে মা তুমি দুর্গতি নাশি' বরাভয় দিলে চিত্তে,
দুর্গার বেশে ভুবন ভরিয়া ঢালিলে জীবন-বিত্তে।

শিরে রবি চাঁদ করে ঝলমল,
পথে নরনারী ছুটে বিহ্বল,
জীবনের বেগে অধীর হইয়া নাচে গ্রহকুল শূন্যে ;
মায়ার মাঝারে মুক্ত হইয়া বাঁধিলে মা পাপপুণ্যে।

শব্দে তোমার মুখর ধরণী ফিরিছে হইয়া অন্ধ,
বাদলের ঝড়ে উঠেছে আকুলি তোমার চরণ ছন্দ।
কি শোভা হেরিনু কানন-সভায়,
তরু দুলদুল করে করুণায়,
আনন্দ তব ফেটে বাহিরায় ফলে ফলে ফুল-গন্ধে ;
সামগান করে হয়ে ঋষিকুল বিহগেরা প্রেমানন্দে।

মাঠে মাঠে তব কিরূপ হেরিনু সবুজ সে তৃণকান্তি,
মা তোর শ্যামল গালিচায় পাতা ভুবনের সব শান্তি।
ঝলিছে স্বর্ণ রাঙা ধানে ধানে,
ঝিল্লি-মুখর-কুঞ্জ-বিতানে,

ধূসর সন্ধ্যা নমে আসি তব গোধূলি-চরণ-প্রান্তে ;
আশ্রয় দে'ছ রজনীর ছায়ে নিখিলের যত শ্রান্তে

শারদ-প্রভাতে পরশ মা তোর লভিনু শেফালি-পুঞ্জে,
মাতাল ভৃঙ্গ কুসুমে খচিত আঁচলের তলে গুঞ্জে।
রাঙা রবি-কর নিখিল-উপরি,
করুণা হইয়া পড়ে ঝরি ঝরি,
ঋতুরাজ মধুগন্ধ তোমার বিলায় ধরণী-বক্ষে ;
একি অপরূপ আজি তব রূপ হেরিলাম প্রেমচক্ষে !

মমতা হইয়া তব রস-ধারা ঝরিছে জননী বিশ্বে,
শূন্য জীবন পূর্ণ করিয়া দিলে মা নিখিল-নিঃস্বে।
জীবন হইয়া স্তন্যের ধার,
অমৃত ঝরি পড়ে বার বার,
জগজ্জননী রূপে একি আজ করিয়াছ দেবী সজ্জা ;
মুছাইয়া দে মা পাপ-তাপ-ভয় রোগ-শোক-দুঃখ-লজ্জা।

হে আদি জননি, লহ গো প্রণাম, সন্তান আজি বন্দে,
বিতর আশীষ কল্যাণময়ী মঙ্গল-সুধা-গন্ধে।
সংসার-দুঃখ-বহ্নির জ্বালা,
মানব-চিত্ত করেছে উতলা,
ওগো অপরূপা, দেখাও স্বরূপ মুছে দাও মোহভ্রান্তি:
ঢালো দয়াময়ী অমর ধারায় অন্তরে দেহে শান্তি।

---

## নিদাঘ-ঋষি

স্বাগত সন্ন্যাসীবর, শুষ্কতায় কি মহাবিকাশ,
দাবদগ্ধ হৃদি হ'তে ওঠে ওকি রুদ্র মধুহাস
প্রকটিয়া পাংশু মুখে। আজি কি গো সফল সাধনা;
বিশ্বের জীবন লাগি' সঙ্গে করি' দীর্ঘ আরাধনা,—
উঠিলে সমাধি হ'তে আপন সর্ব্বস্ব রিক্ত করি',
তনু-রস-রক্ত-রাশি ত্যাগ-যজ্ঞে আহুতি বিতরি'!

নিখিলেরে দিতে রূপ শূন্য করি আপন ভাণ্ডার,
নগ্ন দরিদ্রের বেশে বরি' নিলে তীব্র হাহাকার।
তাই বুঝি প্রেমব্রত গৌরবের আত্মবলিদানে,
ভীমরুদ্র প্রকৃতির শুষ্ক মহামরু-মাঝখানে—
শ্লাঘা ভরা শীর্ণবুকে জাগিয়াছ সমাধি-শয্যায়,
নিদাঘের মূর্ত্তি লভি ; শুষ্ক হাসি দীপ্ত মহিমায় !

প্রচণ্ড উদাসচিত্র কে চিনিবে মহারহস্যের,
জটিল ও বিশ্লেষণ কে বুঝিবে তোমার ভাষ্যের ?
নিজেরে করিয়া শুষ্ক তরমুজ-বক্ষে দিলে জল,
প্রতিদান তরে তাই কৃতজ্ঞতা-অশ্রু-ছলছল্—
দাঁড়াইয়া মৃত্তিকায় তরুরাজ্যে নত লতা-শির,
তব দত্ত প্রাণরস অর্ঘ্য দিবে চিরিয়া রুধির।

সুপক্ক রসাল আজি উচ্ছ্বসিত আবেগ বিহ্বল,
সারি সারি রম্য ডাব বৃক্ষ-শিরে লয়ে স্নিগ্ধ জল ;

শ্রান্ত পান্থ-স্মৃতি-মাঝে বিছাইতে তৃপ্তি ঘুম-জাল,
আত্মহারা অপেক্ষায় চেয়ে আছে প্রতি দণ্ড কাল।
বুকে অফুরন্ত স্নেহ, দগ্ধ দেহ, অগ্নি ভরা চোখ্,
নিদাঘ রূপে হে ঋষি, কী রচিলে অমৃতের শ্লোক!

রবিদগ্ধ তপ্ত বুকে স্নিগ্ধতার একি গো সৃজন,
নিঙাড়িয়া আপনায় সর্ব্বতরে সুখ-আয়োজন।
নীরস কঙ্কালবুকে একী গুপ্ত তরল নির্ঝর,
পুষি' রেখেছিলে ঋষি! বিশ্বপ্রেমে গলি' ঝর ঝর—
কালি সে বরষাধারে ডুবাইতে চা'বে যে নিখিল,
আপনি হইয়া দগ্ধ মর্ত্ত্য-জীবে বিলাইলে দিল্!

---

# আষাঢ়ের আবাহন

এস বিশ্ব-মিলন-সঙ্গীত-রস-বর্ষণে ঘন-হরষে,
এস নিঃস্ব-ভুবন-নন্দিত-প্রাণ বরাভয়-কর-পরশে।
এস শান্ত-শীতল-মঙ্গল-জল-উচ্ছল-কল-ছলছল,
এস নন্দনলোক-পুলক-তরল-অমৃত-ধারা অবিরল।

এস সর্ব্ববেদন-তৃষ্ণা-হরণ অম্বরে রচি সরণী,
এস গীত-ঝঙ্কৃত-অন্তর-তীরে সত্বর তব তরণী।
এস নীলনবঘন-নীরদ-পুঞ্জে রঞ্জিত করি নদী-নীর,
এস বিটপী-পুঞ্জে আঁধার-কুঞ্জে ভুঞ্জিতে ক্লান্তি ধরণীর।

এস রিমঝিম ধারা ঝরি ঝরঝর স্বপ্ন-মগন-গগনে,
এস মিলনানন্দ-মুখর-বাসর-মধুমঙ্গল-লগনে।
এস ঘনঘোর রবে মন্দ্রিত করি' মেঘ-মন্দির থরথর,
এস নবদম্পতি-হিয়া দুরুদুরু বিরহী-চিত্ত-জরজর।

এস  যক্ষ-হিয়ার করুণ বেদনে বাজায়ে ব্যাকুল বীণা গো,
এস  বিরহের বুকে মিলন-রাগিণী হয়ে রোক্ চির লীনা গো।
এস  প্রকৃতি বধূর বিবাহোৎসব-শোভাযাত্রার কলগান,
এস  বাদলের রথ-ছন্দিত-পথে জীবনের গতি কর দান !

এস  শ্লোকতরঙ্গে স্বরগমর্ত্ত্য প্লাবন করিয়া পুলকে,
এস  নয়নানন্দ মধুরছন্দে বাঁধিয়া দ্যুলোকে ভূলোকে।
এস  বায়ু কলরোলে রচি হিন্দোল্ হোলি উৎসব ধরণীর,
এস  কান্ত-বিরহ শান্ত করিতে ভ্রান্ত-হৃদয় ঘরণীর।

এস  ধূসর-শৈল-শিরে দুলি দুলি উষর মরুর প্রীতি গো,
এস  কুঞ্জ-ময়ূর নাচিছে শুনিয়া নীরদের গুরু গীতি গো।
এস  বিদ্যুৎ-দ্যুতি-চপল-হাস্যে আলোকে গাঁথিয়া হেমহার,
এস  ইন্দ্রধনুর মায়ারি রাজ্যে বহি' কবিজন-মন-ভার।

এস  স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-ভক্তি-প্রণয়-গলিত-ধারারি করুণা,
এস  বৃদ্ধ-তরুণ-বালক-বালিকা বন্দে যুবক-তরুণা।

এস রুদ্র-নিদাঘ-রৌদ্র-দহন-তাপিত-নিখিল-প্রানধার,
এস সঙ্গীত সুর বন্দনাতুর প্রণয়ানন্দ প্রাণদার।

---

## শ্রাবণের ব্যথা

শ্রাবণের ধারে আজ কাঁদে প্রাণ কাঁদে রে,
হায়—হায়—বেদনায় ভরে যায় হৃদিতল;
থলে জলে বাঁধা সব মিলনের ফাঁদে রে,
কাছে নাই প্রিয় মোর ছেয়ে আসে আঁখিজল।

রিমঝিম বারিধারা মুখরিত বনানী,
কুলে কুলে নদীজলে ওঠে ঘন কলতান;
মেঘে মেঘে দেছে আজ বঁধুয়ার মন আনি,
সুদূরের প্রিয় স্মৃতি মিলনের মধুগান।

যেন কার ব্যথা ঘোর ভেসে আসে গগনে,
ফিরে যায় ফিরে আসে পবনের হাহাস্বর ;
নিখিলের হৃদি কাঁদে বারিধারা-মগনে,
চাহে প্রাণ তারি সনে গলে' পড়ি ঝর ঝর।

গুরু গুরু দেয়া ডাকে দুরু দুরু হিয়া গো,
চমকিত ঝলমল রূপরাশি দামিনীর ;
কোথা কার প্রিয়তম, কোথা কার প্রিয়া গো,
মিলনের মধুবনে কাঁদে প্রাণ ভামিনীর।

ঘোর রাতি বারি-ধারে ধরাতল বধিরা,
নিখিলের কলরব জল-রবে অবসান ;
বিরহিণী একাকিনী জাগি শুধু অধীরা,
অসীমের পথপানে পেতে রই দুটী কান।

আসে বুঝি প্রিয় ওই মৃদু মৃদু চরণে,
বনবীথি মুখরিত তারি যেন পদ ঘায় ;
বাসর রেখেছি রচি' কোটী সাধ বরণে,
হৃদয়ের ফুলদল—ঝরে যায়—ঝরে যায় !

## অনন্ত-নৈবেদ্য

হে অনন্ত, তব মহাসিংহাসন তলে
একি দৃশ্য নয়নাভিরাম.
বিপুল সম্ভ্রমে নত দাঁড়াইয়া দীন
লহ কোটি সহস্র প্রণাম।
অম্বরে অম্বরে সুর বাজে,
দিগঙ্গনা সাজে নব সাজে,
গলে দোলে জন্মমৃত্যু-হার,
বিশ্বনদী বাজায় সেতার,
সপ্তলোক-জনকণ্ঠে মত্ত কলরোল
স্তুতি-অর্ঘ্য ঢালে নিশিদিন ;
শব্দ-মহাসমুদ্রের তরঙ্গ-উৎসব
বক্ষে তব হইছে বিলীন।

রবি শশি নবগ্রহ করে মহারতি
পদতল রঞ্জিছে প্রভাত,
লক্ষ আঁখি যুগে স্নেহ পড়িছে গলিয়া
প্রণিপাত লহ প্রণিপাত।

শারদ-মাধবী-জ্যোৎস্নাধার,
সৌন্দর্য্যের বিপুল সম্ভার,
ষড়ঋতু রঙ্গে ঘিরি ঘিরি,
তর্পণ করিছে বুক চিরি,
চমকিয়া ইরম্মদ-গভীর-নিঃস্বনে
শুনিয়াছি তোমার বিষাণ ;
ঝরঝর কভু শৈল-বারির ধারায়
গলিয়াছ হে তরল গান।

দাঁড়াইয়া আন্দোলিত মহাম্বুধি-তীরে
হেরিয়াছি তোমার উৎসব,
নীল নবঘন, গে'ছ নীলরাজ্যে মিশি'
তরঙ্গেরা করে হাহারব!
বর্ষা-নব-নীরদের কোলে,
তব শ্যাম অঙ্গ কিবা দোলে,
শস্যে শস্যে তব মধু হাসি,
নিত্য নব উঠে পরকাশি,
ভুবনের ধর্ম্মে ধর্ম্মে নবমূর্ত্তি ধরি
রহিয়াছ পতিতপাবন ;
বিশ্বমানবের মহাবিচিত্র সমাজে
আছ মিশে তুমি নারায়ণ।

মত্ত পন্নগের রোষে লক্ষ ফণা তুলি
বন্যা হয়ে ছাড় সিংহনাদ,
বিশ্বগ্রাসী ধ্বক্ ধ্বক্ বহ্নির শিখায়
নৃত্য তব হেরেছি উন্মাদ !
মহারণরঙ্গ-ভেরী-মাঝে,
তোমারি যে আমন্ত্রণ বাজে.
কর্ম্মক্ষেত্রে করিছ গর্জ্জন,
সে আহ্বানে ছোটে জনেজন,
পশ্চাৎ হইতে পুনঃ রাখ তুমি টানি'
জননীর স্নেহে নিশিদিন ;
সংসারের স্বপ্নরাজ্যে রচি সুখ-নীড়
তুমি ওগো রয়েছ বিলীন্ ।

রবিদগ্ধ মরুভূমে হিমাদ্রির শিরে
হেরিয়াছি হে রুদ্র-মধুর,
রূপে রূপে রসে রসে স্পর্শে গন্ধে গানে,
আছ বুকে, নহ তুমি দূর ।
সর্ব্বলোকে প্রসারিয়া কর,
দাঁড়ায়েছ হে শিবসুন্দর,
পলাইতে পথ কোথা নাই,
ও' চরণ একমাত্র ঠাঁই,

জীবস্রোত ছুটে' যায়, পুনঃ আসে ফিরে,
মুক্ত তুমি তোরণ দুয়ার ;
নাহিক সম্মুখ তব নাহিক পশ্চাৎ
চারিদিকে করি নমস্কার।

ভাষা নাই—ছন্দ নাই—বাক্য গেছি ভুলে,
কোন্ স্তবে করিব বন্দন ?
বিশ্বরূপ-তলে ওগো দাঁড়ায়ে বিস্ময়ে
ডুবে গেছে আত্মহারা মন !
সুখ দুঃখ দিয়া শান্তি জ্বালা,
মহাশিল্পি, গাঁথিয়াছ মালা,—
সৃষ্টি-কণ্ঠে দোলে নিশিদিন,
আছ তুমি তার মাঝে লীন,
চরাচর ব্যাপ্ত করি সূক্ষ্ম সূতারূপে
চেতনার একগাছি হার ;
হে বিরাট, এ বুদ্বুদ কাঁদে বক্ষতলে
বার বার করি নমস্কার।

## অসীমসুন্দর

( গান )

পেতে দাও চরণ দুটি আমার এই হিয়ার মাঝের
রক্ত-কমল দলে,
বেদন আর কাঁদন ভরা জীবনের উতল্ ধারা
ঝরছে নয়ন-জলে।
এস গো পরমপ্রিয়, আকুল স্নেহের মধুর
নির্ঝর ঢালা,
এ দেহের শিরায় শিরায় অসীম তৃষায় ফিরছে
তোমার জ্বালা;
চাহে আজ পড়তে ছিঁড়ে এ দুঃখীর সকল বাঁধন
তোমার চরণ তলে।

৬৫

হে চির পুলকমগন, ভূতল গগন সকল নয়ন

ভরি',

এস এ প্রাণের তীরে হৃদয় চিরে তোমায় বরণ

করি ;

অমিয়ার অঝোর ধারে এস হে সসীম আমার

মিশিয়ে জলে স্থলে।

হে আমার সুখের দুঃখের বুকের মাণিক, আলোর—

নয়ন-তারা,

করে দাও তোমার প্রেমে আমায় পাগল, রিক্ত—

আপন হারা ;

তব ওই তনুর ঘ্রাণে করে দাও আমায় মগন

মদির পরিমলে।

---

## নিখিল-ঝুলন

ওরে নিত্য প্রেমের নির্ঝর ঝরে ঝর্ঝর ধারে বৃষ্টির,
আজি বংশীর গানে চঞ্চল প্রাণ টলমল্ করে সৃষ্টির।
প্রেম- শিল্পীর নব রঙ্গীন্ তুলি দশদিক্ করে রঞ্জন,
হরে স্বর্গের সুধা মর্ত্ত্যের ক্ষুধা মৃত্যুর ভয় ভঞ্জন।
ওরে মন্দ্রিত মেঘ-মন্দির,
করে ছন্দিত মন-বন্-তীর,
আজি বল্লভ-কর-পল্লব-কোল হিন্দোল্ হৃদ্-বন্দীর।
ব্রজ- বন্ধুর পায় আয় দিবি অভিনন্দন,
তোরা আয় যাবি কে কে কুঞ্জের দ্বারে মন্চোরে দিতে বন্ধন।

ওরে সব প্রাণ আজি ক্রন্দন করে বক্ষের ফুলসজ্জায়,
তোরা আয় আয় শত উন্মুখ ছুটে বাঁধ ভাঙ্ লোক-লজ্জায়।

সব　সম্ভ্রম মান ভোগ্ সুখ প্রেম-বহ্নিতে কর্ ধূপ দান,

সারা　সংসার ভরা কল্লোল-শিরে তোল্ তাঁরি নাম রূপ্‌গান।

কর　মনপ্রাণ তনু অর্পণ,

এ যে　তৃষ্ণার পরিতর্পণ,

করে　ঝল্‌মল্ শ্যাম-মূর্ত্তির তীরে চিত্তের নব দর্পণ।

আজি　হর্ষের মহাসিন্ধুর যে রে কুল নাই,

হৃদ্　কুঞ্জের প্রাণ-কান্তের তনু দোল্ দিই মন্-ঝুল্‌নায়।

খুলি　পদ্মের অবগুণ্ঠন ফিরে ভৃঙ্গের মধু চুম্বন,

নব　যৌবন-রস-সঙ্গীত-সুরে উদ্বেল ফল-ফুল-বন্।

মেঘ-　মন্দিরে গুরুগম্ভীরে বাজে নিখিলোৎসব-মঙ্গল,

ওরে　হর্ষের মহাহিল্লোলে নাচে পন্থের চিরসম্বল।

মধু　তান ছোটে ওই বংশীর,

ওই　ডাক আসে শুভাশংসীর,

আজি　অমৃত-যাগে অমৃতক্ষণ বহে যায় প্রেম-অংশীর।

ওরে　বৃন্দাবনের খোলা আজ কুঞ্জের দ্বার,

তোরা　নিয়ে আয় সখী যমুনার তীরে জীবনের পুঞ্জের ভার

আজি ঘরে ঘরে আয় খুলে দিই মোরা নন্দের নন্দনপুর,
তোল্ নিখিলের হৃদ্-যন্ত্রের সাথে অভিষেক-বন্দন-সুর।
আজি চিন্ময়-চিদানন্দের রসে তন্ময় সৃষ্টির প্রাণ,
ওরে কৃষ্ণের ঝুল্‌নার দোল্ তলে যুগ যুগ বিশ্বের ত্রাণ।
আজি বয় তাঁর প্রেম-নির্ঝর,
সারা বিশ্বের বুকে ঝর্ ঝর্,
ওরে বঙ্কিম চারু বিহ্বল দিঠি করে দেছে প্রাণ জর্জ্জর।
প্রাণ- কান্তের পায় আয় দিবি কে রে মান্ দান,
ওরে চিত্তের ব্রজ-কুঞ্জের বঁধু গায় চিদানন্দের গান।

---

## চরণাশ্রিত

হে স্বামীন, স্বার্থভরা জর্জ্জরিত লয়ে কর্ম্মভার,
তব দাস ফিরি পুনঃ আসিয়াছে চরণে তোমার।
আঁকড়ি ধরিতে চাহি', নাহি যেতে চাহি আর ফিরে,
মানবের পাপমগ্ন গণ্ডীময় সংসারের তীরে।

মরমের শতস্তর তীক্ষ্ণ শরে করিয়া বিদার,
এনেছি শোণিত-ধারা,—চিত্ত আজ চাহে বারেবার—
নিঙাড়ি' সে হৃদিরক্ত আজি তোমা করাইতে স্নান,
ছিঁড়িয়া সহস্র শিরা পাদমূলে দিব অর্ঘ্যদান।
ও' রূপে ডুবিতে সাধ, প্রকাশিতে নাহি কণ্ঠে বাণী,
আমার সর্ব্বস্ব দিয়া রচি' দিব তব শয্যাখান—
তোমার আনন্দ তরে। সব কাম্য দিয়া বলিদান,
স্নিগ্ধ পদতলে তব যাব ঝরি' ফুলের সমান।

সাধ যায় তব রক্ত-করাঙ্গুলি-চঞ্চল-খেলায়,
মোহনবাঁশীর রন্ধ্রে সুর হ'য়ে ফিরি বেদনায়।
নীলকম্বু-গলে তব দুলিব গো হ'য়ে কণ্ঠহার,
তোমার বদনপদ্মে ভৃঙ্গ হ'য়ে করিব বিহার।
এ জীবন-কুঞ্জবনে গাহ গান গাহ মনোচোর,
বাঁশী শুনি' সব ভয় সব লজ্জা ঘুচে যা'ক্ মোর।

অবশ ইন্দ্রিয় তনু, বাঁশী শুনি' হারায়েছে প্রাণ,
তৃষিত শ্রবণ-মূলে ছোটে ওই মিলন-আহ্বান।
এ চির বিরহী-প্রাণ আজি নাথ তব সঙ্গ-তরে,
তপ্ত জ্বালা বুকে বহি' দাঁড়াইয়া ব্যাকুল-অন্তরে।
তব প্রেম-কদম্বের মুঞ্জরিত তরুর তলায়
মিটাও আকাঙ্ক্ষা তার। মিলনের রসপূর্ণিমায়—
ডুবে যা'ক্ সারা সৃষ্টি ; নবতৃপ্তি লভি' ধীরে ধীরে,
দাঁড়াব সার্থক আজি ধন্য হ'য়ে অমৃতের তীরে।

---

# অভিষেক

আজি এস মনোরঞ্জন, হৃদয়-বৃন্দাবন
বিকসিত কুসুম-নিকুঞ্জে,
মম অন্তর-তল ওগো উচ্ছল ছল ছল
পুলকিত ফুলদল-পুঞ্জে।
তুমি এস চিরসুন্দর, নবরস সঙ্গীতে
বাজাইয়া ঘন ঘন বংশী,
মম চিত্ত-কমল-দলে রক্ত চরণ দানে
এস নাথ এস মোহ ধ্বংসি'।
ওগো মর্ত্ত্য-মরণ-ভীত অমৃতের লাগি' তব
চাহি আছে তৃষাকুল-চক্ষে,
তব একটী বিন্দু লাগি জীবন-চাতক মম
কাঁদি' মরে নিখিলের বক্ষে।
আজি এস বঁধু মধু মধু ছন্দে,
ওগো হৃদয়-কুঞ্জ মম ছন্দিত করি' এস
দিশি দিশি ভরি' তনু-গন্ধে।

আমি আকুল হিয়ার তলে পীরিতির মালা গাঁথি
সাজায়েছি বাসরেরি সজ্জা,
আজি সংসার সীমা-হীন জীবন বাঁধন-হীন
নাহি ডর নাহি লোক-লজ্জা।
তব কান্ত-নধর-তনু মম হৃদি-হিন্দোলে
দুলি দুলি মাতিবে গো রঙ্গে,
ওগো ঢলি ঢলি হিয়া তব লুটে পড়ি এ হিয়ায়
রসে রসে মিশে যাবে অঙ্গে।
মম জীবন-যমুনা-তীরে জনম মরণ দুটী
মাগে আজি তব পদ-সন্ধি,
যত যুগ যুগ-বন্ধন-মিলনেরি মন্ত্র গো
বংশীর রবে তব বন্দী।
ওগো ঢলাঢলি আজি ফুলপুঞ্জে,
আজি জাগিছে কান্তা তব অভিষেক-চঞ্চলা
রচি' মধু-মিলনেরি কুঞ্জে।

আমি তব পদ-চুম্বিত বিকসিত শতদল—
রুনুঝুনু মঞ্জীর-মন্ত্রে,
আমি তোমারি বংশী-বীণ, সঙ্গীতে নিশিদিন—
ছন্দিবে তুমি তার রন্ধ্রে।

মম হৃদি-রাস-মন্দির-মঞ্চোরি 'পরে তুমি
নাচিবে গো মৃদু মৃদু মন্দ,
তুমি মদির বংশী-সুরে নন্দিবে সদা প্রাণ
ছিঁড়ে যাবে শত বাধা বন্ধ।
মম সকল স্বার্থ-ধূপ সার্থক হ'তে চাহে
তোমা লাগি' দহি' রসসিন্ধু,
তুমি মম চিদানন্দেরি সুন্দর সরোবর
তার মাঝে আমি বারিবিন্দু।
ওগো চলি পড়ে অলি ফুলপুঞ্জে,
আজি জাগিছে কান্তা তব অভিষেক-চঞ্চলা
রচি' মধু-মিলনেরি কুঞ্জে।

আজি সুধার লহর দল সন্তরি' এস বঁধু
সুন্দর শ্যাম নটবর গো,
তব রাতুল চরণ লাগি' শ্লথ শত বন্ধন
নাহি ভেদ পরিজন পর গো।
চাহে চিত মম চঞ্চল আকুল অশ্রুজল
পদতল করি' দিতে সিক্ত,
তব তব রক্ত-চরণ-তলে লুণ্ঠিত হ'তে চাই
অন্তর করি' দিয়া রিক্ত।

তব অরূপ-সিন্ধু-নীরে রূপের যমুনা-ধারা—

মিশাইতে চাহে তার কান্তি,

ওগো তব প্রেমালিঙ্গনে ইন্দ্রিয়-জ্বালা মম

হে প্রেমিক, মাগে চির শান্তি।

আজি এস বঁধু মধু মধু ছন্দে,

এস হৃদয়-কুঞ্জে মম অর্ঘ্য-সিনান-জল

ঝরি পড়ে প্রেমরসানন্দে।

---

# চোষাকাঠি

প্রভু, দিয়াছিলে বটে করুণা করিয়া
পার্থিব সম্পদ মোরে গৃহ-মঞ্জুষায় ;
সে সাধ গিয়াছে মিটে দুদিনের লাগি',
এ দীন, সম্পদ-কৃপা আর নাহি চায়।
করুণা ফিরায়ে দিলে যদি কর রোষ
সেও ভাল, বুকপাতি' স'ব আজীবন ;
তবু নাহি চাহি কৃপা ধনসম্পদের
নিত্য যাহে গড়ি' তুলে মানের বন্ধন।
তুমি যদি কর রোষ, পুনঃ পাব ফিরি'
তোমারে করুণাময়, মনে জানি সার,
আর সে সম্পদ? সে যে চিরদিন তরে
ব্যবধান রচি' দিবে তোমার আমার।
হে চতুর, চতুরতা করিছ কাহারে?
চোষাকাঠি আর কেন দাও বারেবারে?

---

# পূজা

হে প্রভু, তব ভকত দীন লইয়া ফুল-ডালাটি,
ভাবিছে তোমা কোথায় বসি' পূজি হে ;
ধরণী-মাঝে আছ যে তুমি সকল ঠাঁই ছড়ায়ে
তোমার বাস কোথায় তবে খুঁজি হে।

মনের রাঙা কমলবনে বাজায়ে মোহনবেণু গো,
মুরতি একি তুলেছ প্রভু ফুটায়ে ;
চরণতলে অমৃত ঝরে বদনে ঝরে সুষমা,
নিখিল দেহে পড়িছ পুনঃ লুটায়ে।

তোমারে আজি পূজিতে গিয়া সহসা হেরি বেদীতে
আলোকে তব গগন গেছে ভরি' গো,
অসীম তুমি সসীম কভু ভুবনে গলে করুণা,
হরষে রসে শোভাতে পড় ঝরি' গো।

মধুর মনমোহন রূপে হরেছ মম মন হে
কিরণে তব তপন উঠে জ্বলিয়া,
পূজিতে তোমা আঁখির জলে এনেছি প্রাণ-বেদনা
পড়িতে চাহি চরণে আজি গলিয়া !

# নিবেদন

হে প্রাণেশ, প্রিয়তম, এত প্রেম—এত আশীর্ব্বাদ,
অনন্ত তৃষার পরে দিলে এ কী তৃপ্তির আস্বাদ !
না চাহি নন্দন আর, তব প্রেম-কালিন্দীর নীরে,
অমৃত করেছি পান, লভিয়াছি শান্তি তার তীরে।
সহস্র সঙ্গীতে আজি বীণা বেজে ওঠে মূর্চ্ছনায়,
কোজাগরী জ্যোৎস্নাবান ভরে গেছে কানায় কানায়।
উদ্বেল বাসনা যে গো ছুটি যায় আনন্দের ধারে,
মধুর বসন্তবায়ু নব গন্ধ ঢালে ভারে ভারে।
প্রেমাবেগে কণ্ঠ আজি ঝঙ্কারিতে চাহে যে প্রণম,
অতৃপ্ত নয়ন দিয়া মূর্ত্তি তব হেরি' প্রিয়তম !
তোমার বন্দনে আজি মুহুর্মুহু কুহরিছে পিক্,
এ তৃষিত আঁখিযুগ চাহি ওগো আছে অনিমিখ্—
তব দুটি আঁখি 'পরে। আবেগে এ হৃদি টলমল,
প্রকাশের নাহি ভাষা ;—রাখিয়াছি পুষি' অশ্রুজল,
প্রাণের অঞ্জলি নাথ—তাই দিয়া লহ আজি দান ;
পাদপদ্মতলে তব লুটে পড়ি' সর্ব্ব অভিমান—
গলি' যাবে শতধারে। তব স্নেহে ওগো নিশিদিন,
আত্মহারা ভক্তে তব ক'রে রাখ চরণে বিলীন।

---

# অভিসার

জীবন-যমুনা-তীরে হে প্রেমিকরাজ,
জানি না কখন তুমি গেয়ে গেলে গান ;
লিপ্ত ছিনু সংসারের কাজে, দূর হ'তে—
শুনি সে সঙ্গীত মম অধীর পরাণ।
চারিদিক শাসনে যে রেখেছে রুধিয়া,
তবু ওগো সব বিঘ্ন ঠেলিয়া চরণে ;
তোমার মিলন আশে যেতে চায় ছুটি—
এ আত্মা-বালিকা বধূ। আসি' জনে জনে,
চারিদিক হ'তে দেয় গঞ্জনার গালি,
মর্ত্ত্যের মানব স্বামী রোষবজ্র-করে—
বাঁধিয়া রাখিতে চাহে। এ পাগল মন,
তবু ছটফটি' কাঁদে যাইতে কাতরে।
মনচোরা, নাহি জানি কবে অভিসার,
বাঁধিবে মিলন-গ্রন্থি তোমার আমার।

---

# প্রিয়তমের কোলে

## ( গান )

হাজার দুঃখের শোণিত দিয়ে রাঙিয়েছিনু আমার কুটীরখানি,

তাইতো সেথা এলে চরণ দানে ;

ব'লেছিলে হে মোর প্রিয়,—"সব চেয়ে যে তোমায় ভালবাসি"

চিত্ত আমার ভরলে তব গানে।

সে দিন তুমি সকল নিশি, ভুলিয়ে দিয়ে সকল দিশি মোর,

উতল্ করে বাজিয়েছিলে বাঁশী ;

অতল তব হৃদয়খানি বিছিয়ে দিয়ে আমার বিরাম-লাগি',

করলে কোলে আমায় ভালবাসি'।

তোমার হাসি তোমার বাঁশী, তোমার ওগো সকল দেহের পরশ্,

সেই থেকে যে আমার গায়ে মাখা ;

আমার সারা ভুবন জুড়ি' আমার সারা পথটী আগল্ করি',

ঘিরলে তুমি মূর্ত্তি দিয়ে বাঁকা।

সেই থেকে যে তোমার কোলেই আমার সকল আনন্দেরি গেহ,

আমার দেহ দুলছে তোমার কোলে ;

সকল আশা সকল ভাষা আমার সকল ইহ-পরকাল,

অসীম হ'য়ে তোমার মাঝে দোলে।

# প্রেমের তীর্থ

সার্থক আজি নয়ন আমার
সার্থক প্রাণ মন,
হেরিলাম এই প্রেমেরি তীর্থে
বঙ্গ-বৃন্দাবন।
ভাবের আবেশে শিহরিল তনু লুণ্ঠিত নত শির,
সুরহারা তার উঠে ঝঙ্কারি' অন্তর-বীণাটীর।
শত মধুলীলা-প্রেম-উৎসব-স্মৃতি উঠে মন্ ছেয়ে,
মর্ম্মের তট-নন্দনে প্রাণ বন্দনা উঠে গেয়ে।
ওরে ও কাঙাল, হরি-কীর্ত্তনে
ভরে' নিবি যদি প্রাণ;
আয় তবে হেথা, বাঁধ একবার
এইখানে তরীখান।

হেথা মুখরিতা উদার গঙ্গা
পাতিয়া দিয়াছে ক্রোড়,
চির পিপাসিতা ব্যথিতা 'খড়ে'র
মুছাইতে আঁখিলোর।
আয় তবে আয় আজ খ্যাপা মন, ঢেলে দিবি তুই প্রাণ,
ভক্তি-জ্ঞানের মিলনের মাঝে ব্যথা হবে অবসান।
দুয়ারে দুয়ারে হরিদাস হেথা কাঁদিয়াছে প্রেম-লাগি',
শত নাস্তিক হরিনাম লাগি' হইল রে বৈরাগী।
তুই আজি আয় গলে' যাবে হিয়া,
বিলা'বি বিশ্বে প্রাণ,
নিমাইয়ের নামে করে দে ধুলায়
লুন্ঠিত অভিমান।

প্রাণ দিবি আয়, এযে একেবারে
আরো বেশী প্রাণ পাবি,
স্পন্দন হেরি' আপনার মাঝে—
বিস্ময়ে ফিরে চা'বি।

ক্ষুদ্র প্রাণের যতটুকু সীমা বেড়ে যাবে তার চেয়ে,
বিশ্বপ্রেম সে দাঁড়াবে আসিয়া গগন-ধরণী ছেয়ে।
ভূমার মন্ত্রে যাইবে খুলিয়া জ্ঞান-গণ্ডীর দ্বার,
জ্ঞানী-অজ্ঞানী দ্বিজ-চণ্ডাল হ'য়ে যাবে একাকার।
ওরে আজিকার সাধনা ইহাই
ভালবাসা এরি নাম,
আয় হেথা, যদি লভিবি সিদ্ধি,
পুরিবে মনোস্কাম।

নন্দলালের রসেরি উৎসে
দিকে দিকে সুধা ক্ষরে,
তারি উল্লাস— নদী বহে যায়
নদীয়ার ঘরে ঘরে।
সরল ভক্ত বৈরাগী গৃহী ভরে দে'ছে পথতল,
মন্দির দ্বারে নারী সারি সারি প্রেমরসে টলমল।
পুরুষ রমণী নাহি ভেদ আজি দেবতার আঙ্গিনায়,
নিমাই-চরণ-তীর্থেরি তলে নারীনর এক ঠাঁই।

মিলনের পথে মোরা ভাই বোন,
মোরা যে প্রেমেরি দাস,
জীবন ঢালিয়া শুধু আজি তবে
ভালবাস্ ভালবাস্।

নমি ভারতের প্রেমের স্বর্গ
বিদ্যার পীঠভূমি,
রুগ্ন কাঙ্গাল বাঙালী জাতিরে
ধন্য করিলে তুমি।
দৈন্যে শীর্ণ জরায় জীর্ণ স্বাস্থ্য নাহি যে তার,
বিদ্যার জোরে দিলে তুমি তারে বিজয়ীর অধিকার।
প্রতিভায় তার নব্যন্যায়ের তরুণ-সূর্য্য জ্বলে,
পতিতে তারিতে হৃদয়ে তাহার প্রেমেরি গঙ্গা গলে।
ভক্তি বিলায়ে সারা ভারতের
চিত্ত করিলে জয়,
তোমার মাটীতে মানবের গেহে
রূপ নিল চিন্ময়।

নিত্যানন্দ অবধূত হেথা
নাম রসে মাতি' নাচে,
প্রেমের ঠাকুর বাঙ্গালীরে হেথা
ধরিল বুকের কাছে।
নাম-রূপে হেথা মর্ত্ত্যে প্রথম নারায়ণ এল নামি',
বঙ্গে নদীয়া নাম গানে গানে বিলা'ল বিশ্ব-স্বামী।
জগন্নাথের নামে আর রূপে রহিল না হেথা ভেদ্,
নদীয়ার নর কীর্ত্তন গাহি' মিটাইল সব খেদ।
সারা জীবনের শত যোগ যাগ
কাঁদিয়া মরিল লাজে,
শুধু নাম গানে শ্রীহরি হেথায়
বাঁধা রহে হৃদি মাঝে।

উঠেছিল হেথা মহাকীর্ত্তনে
উত্তাল কোলাহল,
ছুটে এসেছিল সারা বাংলার
মিলন-বন্যাজল।

সে মহামিলন-বন্যার মুখে শোকতাপ গেল ভাসি',
অশ্রু-মগন তাপিতের প্রাণে ফুটিল রুদ্ধ হাসি।
দীনবৎসল গৌরচন্দ্র মুক্ত করিল কোল,
উঠিল মরুতে মহাঅমৃত হরিবোল্ হরিবোল্।

পতিতেরে দিয়া প্রেমালিঙ্গন,
ঘুচাইলা প্রভু ক্লেশ ;
এই সেই ওরে প্রেমেরি তীর্থ
এই সে পুণ্যদেশ।

রসের মূরতি, প্রেমরসে মাতি'—
নাহি করে আর গান,
যদিও নিমাই নাচি' পথে পথে—
করে না চরণ দান।

দেহের নাগর মনে জাগে আজ, হৃদয়ে রেখেছি জ্বালি' ;
হৃদয়ের কোণে মনে মনে সে যে নাচে দিয়া করতালি।
চমকিয়া উঠি শুনি' কীর্ত্তনে হরিনাম-গর্জ্জন,
গানে গানে আর নামে নামে ওরে ফিরে তাঁর পরশন।

দাঁড়াইয়া এই প্রেমের তীর্থে,
মিটিয়ে দে সব গোল,
করতালি দিয়া বল্ আজি তোরা
হরিবোল্ হরিবোল্।

---

## একাকার

প্রভু বলি' ওগো বিশ্ব-স্বামি, ডাকি যবে সেবক সমান,
মনে হয় সে সময় তুমি কত—দূরে—যেন ভগবান।
প্রেম দিয়া প্রাণের আবেগে ডাকি যবে প্রণয়ীর সম,
মনে হয় তুমি আছ নাথ, সম্মুখে আমার প্রিয়তম!
জ্ঞান যবে উঠে হে ফুটিয়া, নেহারি তখন অপরূপ,
মোর মাঝে তুমি আত্মময় এ নিখিলে ভরা তব রূপ!
জ্ঞান-ভক্তি-মিলন-সঙ্গমে হেরি তুমি আত্মার মাঝার,
তুমি-আমি-যুগল-মিলনে,—তুমি-আমি আজি একাকার!

---

## প্রতীক্ষায়

হে অসীম, একদিন নেমেছিলে বিশ্বের সীমায়,
মর্ত্ত্যের সংসার-তলে প্রেমদীক্ষা দিতে বসুধায়,—
অবতীর্ণ নরদেহে। পতিতের কাতর ক্রন্দনে—
মূর্ত্তি লভি' মথুরায়, এসেছিলে স্বর্ণবৃন্দাবনে,
ভূ-ভার করিতে মুক্ত। ছিন্ন করি' সহস্র বন্ধন,
রক্ষিতে কাঙ্গাল ভক্তে প্রেমময় দিলে আলিঙ্গন।

গোপ রাখালের তুমি সখা হ'লে রাজরাজেশ্বর,
বিশ্বপ্রেমে মহাত্যাগ শিখাইতে অবনী-ভিতর।
তব পাদপদ্ম লাগি' বিসর্জ্জিয়া লজ্জা-কুল-মান,
অকুল, তোমার কূলে ব্রজাঙ্গনা সঁপিল পরাণ।
শুনিয়া মোহনবংশী প্রেমোন্মাদে রাধা টলমল,
উজান বহিল রঙ্গে ছন্দে ছন্দে যমুনা পাগল!

হে চিন্ময়, সেই বংশী উঠিবে কি বাজি' পুনর্ব্বার,
কালিন্দী-কদম্ব-মূলে শ্যামকুঞ্জে আসিবে আবার ?
মলয় মাতাল-কুঞ্জে সেই ভৃঙ্গ গুঞ্জি' আজো মরে,
তোমারি সে ব্রজাঙ্গনা আজো বাঁচি' আছে ঘরে ঘরে।
পদপ্রান্ত চাহি' চাহি' ফুল-বৃন্ত পড়ে যায় ঝরি',
পাতিয়া বাসর-শয্যা কাঁদে বসি' অনন্ত শর্ব্বরী,—
তোমার সাধের রাধা বিশ্বনারী অন্তরের তল ;
প্রতি শব্দ প্রতি গীত করে দেয় জীবন চঞ্চল।
আঁখির আড়ালে রহি তুমি কি গো বিশ্বপ্রাণধন,
অন্তরালে দাঁড়াইয়া শুনিতেছ মোদের ক্রন্দন ?

আর যে লাগে না ভাল তোমার সে সঙ্গোপন-খেলা,
জীবন-সমস্যা প্রভু সমাধান কর এই বেলা।
সর্ব্ব আবিলতা দলি' অমঙ্গলে করি' আকর্ষণ,
দগ্ধ ধরণীর তলে শান্তিজল করিবে বর্ষণ।
উদ্ধত পন্নগ-ফণা-অন্যায়েরে দলিয়া চরণে,
মানব-মিলন-বংশী শুনাইবে বিশ্বে জনে জনে।

কাল-ঘটিকার যন্ত্রে অকস্মাৎ কাঁটা যাবে ফিরি',
ভক্ত তোমা হৃদিরক্তে অর্ঘ্য দিবে বক্ষ চিরি' চিরি'।
নব্য স্বাস্থ্যে তৃপ্তি-রসে তোলপাড় করি' দেহ মন,
আনন্দ-ধারায় তব মুক্তি-স্নান করিবে ভুবন।
অনন্ত জীবন ধ'রি কালের এ অনন্ত-বেলায়,
তোমা লাগি' কতদিন বসে র'ব আর প্রতীক্ষায় ?

---

## আগমনী

মুক্তির গান বেজে ওঠে ওরে জীবনের বীণা-তারে,
জগত্তারণ জগৎপুরের আগত সিংহদ্বারে।
দিগ্বলয়ের শেষরেখা হ'তে ভেসে আসে তাঁর ঘ্রাণ,
গগনে পবনে ছুটিয়াছে তাঁরি উন্মাদ সন্ধান।
সেই পুণ্য-তোরণখানি,
কবে খুলে গিয়া নাহি জানি,
জীবন-দেবতা আসিয়া দাঁড়াবে বক্ষে চরণ দানি';
কেঁদে ওঠে সারা দেশ,
অশ্রুর বানে তরণী বাহিয়া আসে ওই হৃদয়েশ।

পাপ অগনন বিলাস-দহন হিংসা দ্বেষ রাগে,
নিঃস্বজনের জর্জ্জর হিয়া আশ্রয় যবে মাগে ;
অমনি বিশ্ব-বেদনার রথ আগমনী ঘোষে তাঁর,
আসিবে সে দিন, মুছিবেরে জ্বালা অন্তর-বেদনার।
চির সুখস্মৃতি মধুভরা,
রহে মোহন যাদের ধরা,
সে অভাগা জাতি বিভু-পদ কভু লভেনি বিত্তহরা।
দুঃখ্ সে যে শ্রেয়ঃ প্রেয়,
চিরন্তনের সাথে সাথে গাঁথা আছে সদা দুর্জ্জেয়।

দখিনোত্তর পশ্চিমে পুবে মরণের উৎসব,
অম্বর ভেদি' তুলিয়াছে যেই ধ্বংসের কলরব ।
তৃষিত তাপিত ছুটে আয় মোরা তার তলে গাহি গান,
প্রলয়ের পথে আসন বিধাতা করিতে পরিত্রাণ।
চড়ি' বিনাশের রথে কাল,
যত আসিবে গো উত্তাল,
মূর্ত্তি প্রকটি' দয়াল হরির মুছিবে অন্তরাল ।
একদিক ভেঙে যায়,
অন্য তীরের দিক ওঠে গড়ি' দীর্ণ সে দরিয়ায়।

নবীন রচনা নবীন জীবন চেয়েছে জীর্ণ ধরা,
সে তো নহে নাশ, ভূমিকা সে যে গো সৃষ্টির মনোহরা।
জীর্ণতা ভাঙ্গি' আমুল গঠন প্রকৃতির বশে হবে,
বিশ্বনাথের পরমবার্ত্তা এই তো মহোৎসবে।
ওই শ্রবণ-রন্ধ্র ঘিরে,
তাঁর চরণের ধ্বনি ফিরে,
না জানি প্রাণেশ কোন্ নিরালায় এসেছেন কোন্ তীরে?
আর বেশী দূরে নয়,
সহসা একদা অজানার পথে উদিবেন দয়াময়।

---

## শান্তির ভগবান

মৃত্যুর ডরে দেহ মন ওরে শঙ্কিত আজি কার ?
বিষাদে দুঃখে ঘনাইয়া আসে জীবনে অন্ধকার।
কোন্ সে প্রিয়ের তিরোধানে আজি গেছে চিত্তের বল্,
জীবন ভরিয়া কার লাগি শোকে আঁখি করে ছলছল্ ?
ভেঙ্গে দে এ ভুল, ভুলে যা বিষাদ-গান,
তোর মাঝে সদা করেন বিরাম শান্তির ভগবান।

ভুবন ব্যাপিয়া আত্মায় যে রে তাঁহার শয্যা পাতা,
বিশ্ব-মনের পন্নগ-ফণা শিরে তাঁর ধরে ছাতা।
নিখিলের শোভা লক্ষ্মী হইয়া চরণ সেবিছে তাঁর,
তোমারি মাঝারে রাজিছেন সেই নারায়ণ অবতার।
বুকে করি' তোর অমৃত-পরশ দান,
তোরি আত্মার শয্যায় জাগে শান্তির ভগবান।

ওরে ও ভ্রান্ত, দেহ-মূর্ত্তি যে মনের প্রতিমা তোর,
দু'দিনের দেহ-ভবনের লাগি' মিথ্যা এ আঁখি-লোর।
তুই সে নিত্য বিশ্বে ব্যাপ্ত আত্মার মালা গাঁথা,
তোরি মাঝখানে পরমাত্মার অমৃত-শয্যা পাতা।
মুছে ফেল্ দুঃখ্ ভুলে যা বিষাদ-গান,
তোরি আত্মায় রয়েছেন শুয়ে শান্তির ভগবান।

বিশ্ব ব্যাপিয়া দেহ-মূর্ত্তিতে আত্মার ছবি রাজে,
কোটী নরনারী আত্মার গেহ—মর্ত্ত্যের দেহে রাজে।
তবে কারে ডর, কোন্ দুঃখে মোহ, কিসের বিষাদ আজি ?
আত্মার ছবি হয়েছিস্ নর দেহ-অভিমানে সাজি'।
তোর সম কে রে নিখিলে ভাগ্যবান ?
তোরি আত্মার শয্যায় রাজে শান্তির ভগবান।

---

## কৃপার ছলনা

সারাটি জীবন ভরিয়া হে সখা,
কাঁদে যে তোমারি লাগিয়া,
প্রতি পদে হেথা ফিরিছে যেজন
তোমারি করুণা মাগিয়া।
সারাটি জীবন রহিল সে যে গো
দুঃখের অকুল পাঁথারে,
হতাশায় সে যে ব্যাকুল হইয়া
ডুবিল গভীর আঁধারে।
তবু যে তোমারে ছাড়েনি জীবনে
হাজার ভ্রুকুটি সহি' গো,
চরণ-কমল রহিল আঁকড়ি'
কাঁটার জ্বালায় দহি' গো।
সেই সে তোমারে বাসিয়াছে ভালো,
তোমা লাগি' বরে মরণে,
হে দয়াল, তুমি এমনি করিয়া
টেনে লও রাঙা চরণে।

# বঙ্গবাণী

স্বরগ-মর্ত্ত্য মুখর করিয়া জননীর বীণা বাজে,
যুগ-যুগান্তে হৃদয়-যন্ত্রে জনম-মরণ-মাঝে ।
ধরমে করমে মরমে মরমে সরণী চরণখানি,
নমামি বঙ্গবাণী জননী নমামি বঙ্গবাণী ।

বৈষ্ণব-কবি-কুঞ্জ তোমারে দিয়াছে আসন পাতি',
চরণে ছন্দ মঞ্জীর-মাঝে বন্দী দিবস রাতি ।
ইতিহাস দিয়া রচিত বসনে সজ্জিতা ভাষা-রাণী,
নমামি বঙ্গবাণী জননী নমামি বঙ্গবাণী ।

উপন্যাসের রচিত মাল্য দুলিছে মুক্তাহারে,
গল্প-কুঞ্জ পড়িছে লুটিয়া নন্দন-ফুল-ভারে ।
প্রত্নতত্ত্ব নিখিল-সত্যে ভূষণ দিল মা আনি',
নমামি বঙ্গবাণী জননী নমামি বঙ্গবাণী ।

জ্যোতিষ ভূগোল হইয়া পাগল চরণালক্ত দানে,
মাসিক-পত্র করেরি সজ্জা রচিছে আকুল প্রাণে ।
সঙ্গীত-সুরে মণ্ডিত তব কণকাঞ্চলখানি,
নমামি বঙ্গবাণী জননী নমামি বঙ্গবাণী ।

বিজ্ঞান তব মুকুটের ভূষা দীপ্ত হইয়া রাজে,
চন্দন-রসে রসায়ন তব রাতুল অঙ্গে সাজে।
ধন্য হইল নাটক শ্রবণে কুণ্ডল শোভা দানি',
নমামি বঙ্গবাণী জননী নমামি বঙ্গবাণী।

রাগ ও রাগিণী পুণ্যচরণে নূপুর হইয়া বাজে,
রবির কবিতা যুগের সূর্য্য জ্বলিছে বক্ষমাঝে
জীবন-মরণ নন্দিত করি' ঝঙ্কৃত বীণাখানি,
নমামি বঙ্গবাণী জননী নমামি বঙ্গবাণী।

---

## নারী ষড়্‌রূপা

### ( নিদাঘে )

অয়ি ষড়্‌রূপে, তব অপরূপ অবগুণ্ঠন দাও খুলি',
লহ কাঙালের অভিনন্দন ভক্ত এসেছে পথ ভুলি'।
নিদাঘে হে দেবি, মেলিলে নয়ন স্নিগ্ধ পবন-মন্‌-তরে,
সিনানে ঝরিছে তনু-অমৃত ফুল ফুটি' উঠে অন্তরে।
স্বেদ-বিন্দু সে বিরামের হার,
মানব-প্রাণের ক্লান্তির ভার—
শান্তি লভিল পরশে তোমার, আসিলে মরতে কোন্ বরে ?
অয়ি, দাঁড়াও ভুবনে নিদাঘের নব ছন্দ গো,
এস গো উষার স্যন্দনে চ'ড়ি' ভুবন-নয়নানন্দ গো !

## ( বর্ষায় )

যবে বরষায় প্রণয়-স্বপনে যায় ধরণীর প্রাণ ছেয়ে,
বিরহী-হিয়ায় কে করুণ-সুরে আসে বেদনার গান গেয়ে।
সুন্দর সেই মুখরিত দিনে তোমার হৃদয়-মন্দিরে,
ধ্বনি' উঠে সারা সৃষ্টির সুর জীবনের আশা ছন্দি' রে।
আজি একি তুমি মূর্ত্ত প্রকৃতি,
অন্তরে ভরা বরষার গীতি,
বেজে ওঠে শত ঝঙ্কার তুলি' প্রেমিকের প্রাণানন্দি' রে।
ওগো, মিলন-ধারার মধু ঝর ঝর ঝঙ্কৃতা,
বাদল-ছন্দে মেঘমৃদঙ্গে এস নব-রূপালঙ্কৃতা।

## ( শরতে )

শরতে পড়ে গো নয়ন-দিঠিতে ভুবনের স্নেহ-প্রেম ঝরি',
জ্যোছনায় তুমি বাহিলে বসিয়া নাথের মিলনে মন্-তরী।
কুন্তলে তব মেঘ-মন্ ছলে হাসিতে বিশ্ব প্রাণ পেলে,
সিঁদুর ফোঁটায় তারকাবালারা অম্বরে দেছে টীপ্ জেলে।
চরণ ফেলিতে মুঞ্জরে কলি,
বদনে মহিমা পড়েছে উছলি',
হৃদি-নিরালায় সেফালির মালা প্রীতির গন্ধ দেয় ঢেলে।
তুমি, শরৎ-শোভার অন্তর ভরা কান্তি গো,
নিখিল-বিরহী তোমারি কুঞ্জে মাগে আজি চির শান্তি গো।

## ( হেমন্তে )

হেমন্তে তব করুণা-শস্য দোল্ দিয়া যায় প্রাণ্-কূলে,
তোমার স্নেহের ঝরণা-ধারায় তৃষিত এসেছে তাপ ভুলে'।
অঙ্গ-সুবাস ঘুরিতেছে তব ভবনের দিক গন্ধিয়া,
নব অন্নের থালা ল'য়ে করে দাঁড়ালে ভুবনে ছন্দিয়া।
হেরি সে উদার মহা-রূপ-ছবি,
হ'ল নত শির শত দীন কবি,
মুগ্ধ এ দাস—সরিল না ভাষ—রহিল নীরবে বন্দিয়া!
তুমি, নিঃস্ব নিখিলে রসের অন্নপূর্ণা গো,
তব প্রেম-রস-মধুব্যঞ্জনে এ ধরণী পরিপূর্ণা গো।

## ( শীতে )

হিমানী যখন ধরণীর গায় বিষাদ-তমসা দেয় ঢালি',
তুমি আসি' ধীরে সংসার ঘিরে রহ আনন্দ-দীপ জ্বালি'।
জীবন-প্রবাহ বহে গো শিরায় পুলকে পরাণ চঞ্চলে,
বিলাইছ নরে চিরসুন্দরে ছলিতে এসেছ কোন্ ছলে?
রঞ্জিত হেরি' তব করতল,
গরবী গোলাপ সরমে বিকল,
কমল-তনুর সুষমায় তব, নিখিলের আজি মন্ গলে।
নহ, ভোগের কাম্য নহ এ দেহের বন্দিনি,
অ-তনু-লীলার সম্পদ তুমি নন্দন-বন-নন্দিনি!

( বসন্তে )

বসন্তে তুমি মঙ্গলরূপা দেহে যায় চন্দন ঝরি',

রূপের প্রভায় শান্তির জল ছিটালে বিশ্বে প্রাণ ভরি'।

সুষমার অয়ি পূর্ণ বিকাশ, এসেছি তোমারে বন্দিতে,

ঊষর-জীবনে গঙ্গার ধারে রহিয়াছ হেথা নন্দিতে।

আনন্দময়ি, তুমি আছ তাই,

মানবের সাধ বাঁচিতে ধরায়,

সুর হ'য়ে ফির জীবন-বীণায় সাহানার গানে ছন্দিতে।

ওগো, ভূলোকে এসেছ গোলোক-লীলার রঙ্গিনি,

মরণের দেশে বিলাতে জীবন হ'লে মানবের সঙ্গিনী।

---

## প্রেয়সী

হে প্রেয়সি, হে কল্যাণি, সুন্দরের রাজ্য হ'তে
কবে কার প্রেম-তপস্যায়,
এ মর্ত্ত্যে আসিলে নামি', নয়নের দৃষ্টি দিয়া
করুণার গঙ্গা গলে যায়।
ধরার ধূলির মাঝে নন্দনের আলো করি হাতে,
যাদুর প্রতিমা, যবে মধুহাস্যে দাঁড়াইলে রাতে,
ভেসে গেল অকস্মাৎ নিখিলের যত অন্ধকার।
তোমার বদন হেরি' অন্তরের শত হাহাকার—
সান্ত্বনার শান্তি-মন্ত্রে প্রতি বক্ষে লভিল নির্ব্বাণ ;
মানব-জীবন 'পরে এস এস অমৃতের দান।
যত দুঃখ যত গ্লানি ধৌত হ'য়ে গেছে আজি,
নির্ব্বাপিত সব হাহাকার ;
তব প্রতি বিন্দু প্রেমে, আশা-সিন্ধু তটে বসি'
বিশ্ব ওগো পেতেছে সংসার।

জীবন-সমুদ্র-বুকে, মন্থনের মাঝ হ'তে
উঠিয়াছ হে তুমি কল্যাণি,
অবসন্ন এ চিত্তের মৃত্যু নাশ করি দিতে
ত্রিলোকের সুধা দিলে আনি।
সে প্রেম-অমৃত পানে ভুলে গেছি বিশ্ব চরাচর,
সহস্র দুয়ার দিয়া বাহিরিতে চাহে এ অন্তর,—
ধরণীর প্রতি গৃহে ঢালি' দিতে তব স্নেহ-ধার ;
একা সে সুখের হর্ষ—নাহি শক্তি নাহি রোধিবার।
হে প্রেয়সি, একাধারে শক্তি আর করুণার ছবি,
মহীয়সী মূর্ত্তি-তলে লুটি' লুটি' পড়ে শত কবি।
তোমার রঙীন হাস্যে সোনার স্বপন-রাজ্য
ভাঙ্গি' গড়ি' উঠে প্রতিদিন,
তুমি বুকে বাঁধা যার, রাজরাজেশ্বর সে যে,
নহে আর নহে দীনহীন।

তব চিত্ত-প্রতিমায়, তব বিত্ত-তুলনায়,
শূন্য রাজ-সম্পদের ডালা ;
এ সৃষ্টির কণ্ঠে দেবী, দুলায়ে দিয়াছ অয়ি
সত্য-শিব-সুন্দরের মালা।

সাধ যায় ধরণীর কোটি আঁখি দিয়া অনিবার,
মিলায়ে এ দুটি আঁখি মূর্ত্তি চির হেরি গো তোমার।
প্রতি আত্মা প্রতি বুকে মিলাইয়া মম আত্মা প্রাণ,
তব প্রেম-উৎস-ধারা করিবারে চাহি ওগো পান।
এস মোর সর্ব্বসুখে সর্ব্বদুঃখে শান্ত করি শোক,
ব্রহ্মার মানস হ'তে ঝরিয়াছ মিলনের শ্লোক!

প্রতি কর্ম্ম মাঝে তুমি মর্ম্ম-তলে আছ যার
তুমি যারে সঁপেছ পরাণ,
তুমি যারে দেছ ধরা, তুমি যার প্রিয়া, সে যে—
তুচ্ছ করে কুবেরের দান।

নাহি চাই রাজ-তক্ত নাহি চাহি অভিষেক,
লভিয়াছি তব ভালবাসা;
প্রেয়সী সঙ্গিনী যার সংসার-আশ্রম-তলে
বাঁধা তার নন্দনের বাসা।
কণ্ঠের ঝঙ্কারে তব বাজি' ওঠে নিখিলের বীণ,
তব আলিঙ্গন-পাশে মাঙ্গলিক বাঁধা নিশিদিন।

লুকায়ে রেখেছ বক্ষে মানবের সর্ব্বপ্রয়োজন,
প্রিয়েরে আনন্দ দিতে রুদ্ধ করি নিজের বেদন,—
ঢেলে দেছ শান্তি সুখ নিঃস্ব করি আপনার হিয়া,
বিস্মিত এ রুদ্ধকণ্ঠ নাহি জানি পূজিব কি দিয়া!
জীবনের প্রতি অংশে আছ সঙ্গিনীর বেশে,
প্রণয়ের ওগো পূর্ণ গান;
হে শ্রেয়সি, হে প্রেয়সি, তব পুণ্য বেদীতলে
হবে চির আত্মবলিদান।

---

## বঙ্গনারী

নমো নমঃ নারী-গুরু দেবী তুমি বঙ্গে,
মঙ্গলারূপে অয়ি আছ সদা সঙ্গে।
সংসার-মঞ্জীর বাঁধা তব চরণে,
শক্তির সেতু তুমি জীবনে ও মরণে।
হিন্দুর আশা অয়ি বাঙ্গালীর ভাষা গো,
নিখিলের মধুভরা তুমি ভালবাসা গো।

নমো নমঃ হে ত্যাগের প্রাণময়ী প্রতিমা,
যুগ-যুগ-বক্ষের স্মৃতি ওগো সতী মা!
শ্রান্তির পারাবারে শান্তির তরণী,
নন্দন-পথে তুমি র'চে দাও সরণী।
জীবনের পন্থায় আলোকের বাতি রে,
পুরুষের প্রতিকাজে আছ বুক পাতি'রে।

নমো নমঃ গরিমার মহিমার সবিতা,
বাল্মীকি-প্রাণ হ'তে গলিয়াছ কবিতা!
রসে রসে ভরা চিরসুন্দরী মরতে,
সৌরভ ভরি' দিলে সৃষ্টির পরতে।

লক্ষ্মীর রূপে ওগো আসিয়াছ ভারতী,
ঘরে ঘরে কবি তোরে করে চির আরতি

নমো নমঃ লজ্জার সজ্জার পুতুলি,
হরিচরণামৃতে উঠিয়াছে উথলি'।
দুঃখের মাঝে তুমি ধৈর্য্যের তরণী,
কর্ম্মের মহাযাগে জ্বেলে দাও অরণী।
নিরাশার কুল তব বুকভরা হাঁসিটী,
তোরি মাঝে বাজে চির জীবনের বাঁশীটি।

ভূলোকের মাঝে তুমি দ্যুলোকের দর্পণ,
তব প্রেম-গঙ্গাতে প্রাণ পরিতর্পণ।
মানবীর বেশে উমা এলে মন ছলিতে,
পতিপদ রঞ্জিত কর প্রাণ-বলিতে।
ধর্ম্মের দ্বারে তুমি হ'য়ে রও দ্বারী গো,
বাংলার দেবী অয়ি বাংলার নারী গো !

---

## ধনীর দৃষ্টি

প্রদীপের আলো দূরে দেয় বটে আপন রশ্মি তার,
বুকের নিম্নে রহে গো কিন্তু সদাই অন্ধকার।
তেমনি ধনীর আলোকের শিখা দূর দূরান্তে চলে,
বিশ্ব নিখিলে দুঃখ নাশিয়া উজ্জ্বল হ'য়ে জ্বলে।
ধনীর করুণা বিলায় দৃষ্টি দূরে হায় চিরদিন,
প্রাসাদ-দ্বারের প্রতিবেশী তাই রহে গো অন্নহীন!

---

## কৃতজ্ঞতা

তরু কহে—লো প্রেয়সী ছায়া, ধন্য মানি ও' তনু সুন্দর,
পথিকের বিশ্রামের লাগি' বিছায়ে রেখেছ অকাতর;
কৃতজ্ঞতা ভরা রুদ্ধকণ্ঠে—তরুরে কহিল কাঁপি' ছায়া,
"তুমিই তো নিজে পুড়ি' নাথ রচেছ আমার এই কায়া"!

---

## চন্দ্রনাথ

বিশ্বের অনন্ত তত্ত্ব বোঝা বহি' শিরে—
না জানি দাঁড়ায়ে তুমি আছ কতদিন ;
কি কহিছ যোগীবর নীরব ভাষায়,
শুনিতে সম্ভ্রমে নত দাঁড়াইয়া দীন।
বহাইলে কি অপূর্ব্ব সঙ্গীত তরল
তোমার মোহন-সিঙ্গা-নির্ঝরিণী-গানে ;
প্রকৃতি-চরণ-লুব্ধ মত্ত মধুকর,
ছুটে আসিয়াছে আজি তোমার সন্ধানে—
সৌন্দর্য্য-অমিয় তরে। ঘুরি তীর্থ শত,
কোটী কুসুমের মধু করেছি সন্ধান ;
কোথা সুধা? বাহ্যরূপ শুধু গো সম্বল,
হতাশ হইয়া ফিরি' আসিয়াছে প্রাণ।
যোগীবর! বসি আজি কোলেতে তোমার,
মিটেছে সৌন্দর্য্য-তৃষা দীন অভাগার।

---

## ব্রহ্মপুত্র নদ

ব্রহ্মপুত্র, একি শান্তি করিলি প্রদান,
স্নিগ্ধ তোর বক্ষতলে করি আজি স্নান,
জাগিল যে সুখ, তার স্পর্শ ল'য়ে প্রাণে,
দাঁড়াইয়া মুগ্ধ দীন, আজি তো সন্ধানে—
তব গুপ্ত হৃদয়ের। জানি না সুন্দর,
কোথা সে অমিয় রাজ্য? করি ঝর ঝর
যেথা হ'তে রাত্রি দিন এ পিযূষধার,
আসে ছুটি' বহি পিঠে ও উর্ম্মি সম্ভার।

বলে দে কোথা সে স্থান? এ পাগল মন,
সেথা গিয়া রচি' প্রেম-সমাধি-আসন,
সাধনা করিতে চাহে তোর ও আত্মার।
মোর আত্মা সনে তোরে করি' একাকার,
লভিব অনন্ত সুখ। এ ক্ষুদ্র জীবনে—
সিদ্ধ তা হইবে কিনা শঙ্কা জাগে মনে।
জানি না অন্তর-মাঝে কবে শয্যা পাতি';
মোদের পোহাবে সেই মিলনের রাতি।

---

## মৃত্যু-দেবতা

সম্মুখে—পশ্চাতে—দূরে—সর্ব্বদিকে হে মহামহিম
ধ্বনিতেছে তব রুদ্রগান,
হে অদৃশ্য, কোথা তুমি, দিশাহারা কল্পনার গতি
খুঁজে খুঁজে তোমার সন্ধান।
অধঃ ঊর্দ্ধে জলে স্থলে ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণু-স্তরে,
অনন্ত প্রাণের যন্ত্রে তব মন্ত্র বাজিছে কাতরে।
জীবনের মহারাজ্যে গুপ্ত ওগো তব সিংহদ্বার,
কে বলিবে কোন্ ক্ষণে আগমন নির্গম তোমার।
মিলন-বাসর-শয্যা প্রমোদের কুঞ্জবন-তলে,
আনন্দের ছদ্মবেশে কী মোহন সজ্জা তব জ্বলে!
কি রহস্যে রয়েছ গোপন,
নৃসিংহের মত ওগো স্তম্ভ চিরি' তব আগমন।

প্রকৃতির রণক্ষেত্রে হে শাশ্বত ধ্রুব, চিরন্তন,—

চলিয়াছে তোমার সংগ্রাম,

প্রতিপল-প্রতিদণ্ড-প্রতিঘণ্টা-পাণ্ডবের সেনা

হানিতেছে শর অবিশ্রাম।

রথশীর্ষে তব মুখে পাঞ্চজন্য বাজে নারায়ণ,

লোক হ'তে লোকান্তরে ছোটে তার গভীর নিঃস্বন।

তীব্র কশাঘাতে তব কালচক্র ঘুরিছে ঘর্ঘর,

অর্জ্জুন-নিঃশ্বাস তব ক্ষিপ্র-হস্তে ছাড়ে কোটী শর।

প্রাণহীন সারা বিশ্ব লুটি' পড়ে শেষ-শয্যা-'পরে,

কে দেখিবে কোথা তুমি? শেষ দৃষ্টি মুদিছে কাতরে!

হস্তে তব গলে আশীর্ব্বাদ,

হে রুদ্রসুন্দর, ভক্তে দেহ ঢালি তোমার প্রসাদ।

নিখিল-বর্জ্জিত ওগো বিষাক্ত সে তোমার কাঁটায়

ফুটে আছে অমৃতের ফুল,

জীবরাজ্য কভু কি গো লভিবে না তার মধুস্বাদ

বিশ্বহৃদি হবে না আকুল?

তোমার বিজয়বাদ্যে দু'টি রন্ধ্রে বাজে দুটি সুর,
একদিকে রুদ্রভেরী অন্য দিকে বাঁশরী মধুর।
কেঁপে ওঠে স্বপ্নরাজ্য, মেতে ওঠে সন্ন্যাসীর প্রাণ,
হাসি-অশ্রু দুটি শ্লোকে রচা তব রহস্যের গান।
জীবন-বাসর-তলে আত্মা-বধূ কাঁদে যে কাতর,
তনু দিয়া ফুলশয্যা রচিয়াছি রাজরাজেশ্বর!
দাঁড়ায়েছ সারা বিশ্বঘিরি',
এ সৃষ্টির রাসমঞ্চে নৃত্য কর তুমি ফিরি' ফিরি'।

হে ধূর্জ্জটী, রুদ্ররূপে এস মত্ত পিনাকীর বেশে
তুলি' বিশ্বে প্রলয়ের রোল,
পড়ুক না ভেঙ্গে সৃষ্টি, বম্ বম্ করি তার সাথে
নাচিব গো হইয়া পাগল।
শুনেছি মাভৈঃ তব তুচ্ছ করি প্রলয়ের গান,
তোমার সংহার, সে তো নহে ভীতি, পরম নির্ব্বাণ।
হেরিয়াছি শিবমূর্ত্তি, রুদ্ররূপে হে শিবসুন্দর,
আনন্দ-মঙ্গল-গঙ্গা জটাপুঞ্জে ঝরে ঝর ঝর।

আগত মিলন-রাত্রি চাহি' আছে তোমার চুম্বন,
জীবন-কদম্ব-মূলে প্রাণ-বঁধু হবে দরশন।
কামনা-কালিন্দী-তীরে একদিন ভেঙ্গে যাবে ভুল,
শোভিবে জীবন-মৃত্যু একবৃন্তে যেন দুটি ফুল।
হে দেবতা, মুক্তির দুয়ার,
অমৃতের উৎস তুমি, হে মরণ, কোটি নমস্কার।

---

## মহাকাল

হে অনন্ত মহাকাল, হৃদয়ে তোমার
কি তরঙ্গ ফুলি' ফুলি' উঠে নিশিদিন;
তাহার উন্মাদ-তালে চলেছে ভাসিয়া
শত শত মানবেরা হ'য়ে দিশাহীন।

জানেনাকো তারা হায় কোথা যায় ভাসি'
এ অনন্ত উর্ম্মিরাশি ছুটেছে কোথায় ?
জীবন-পথের গেছে ভুলিয়া সন্ধান,
তোমার উন্মাদ-স্রোতে শুধু ছুটে যায়।
তরঙ্গে ছুটিয়া যায়—কিন্তু নাহি জানে,
এ উদ্দাম তরঙ্গের আদি কোন্‌খানে ?
তরঙ্গে আপনা ল'য়ে ব্যস্ত আছে সবে,
চাহিল না কেহ হায় তার মূলস্থানে !
কালের তরঙ্গ-স্রোতে ছুটি' সবে যায়,
কিন্তু দেখিল না কেহ কাল যে কোথায় ?

---

## যম

ধর্ম্ম অবতার তুমি, তবে কেন স্মরিয়া তোমায়
হে শমন রাজ,
দারুণ ভয়েতে কাঁপি' শিহরিয়া উঠে মর্ত্তলোকে
অসহায় মানব-সমাজ।
শমন কহিল হাসি',—যে দিন হইতে ভ্রান্ত হায়
মর্ত্ত্যে নারী-নর,
মৃত্যুর করালমূর্ত্তি চিত্ত-মাঝে রচি' কল্পনায়
কাঁপিয়া উঠিল থরথর;
রুদ্র-কৃষ্ণ-শিরে তার পরাইল প্রলয়-মুকুট,
দণ্ড দিল হাতে,
শমনের দূত রূপে নিল তারে করি' আবাহন
নিত্য তার জীবনের সাথে,—
আমিও তাহার পাশে সেই হতে কৃতান্তকরাল,
হইয়াছি ভীমদরশন;
আমি নহি ভয়ঙ্কর, যম রূপে মানব আমারে
মর্ত্ত্যে নিল করি আবাহন।

---

## অমূল্য জীবন

যৌবন পিছনে চাহি কহিল মনের দুঃখে,
—মধুর শৈশব,
হে প্রিয়, কোথায় তুমি ? পিছনে যে শূন্যক্ষেত্র
ধু—ধু—করে—সব !
যৌবন গেল গো যবে—বার্দ্ধক্য নিঃশ্বাস ফেলি'
কহিল তখন,
—কোথা হায় হে আমার হৃদয় পাগলকরা
সাধের যৌবন !
পিছনে চাহিয়া দেখে, কিছু নাই—কিছু নাই
শূন্য পড়ি' সব,
অতীত স্মৃতির শুধু এক একবার ফিরে
আসে হাহা রব !
সম্মুখে পশ্চাতে চাহি', হতাশে নিঃশ্বাস ফেলি'
বার্দ্ধক্য তখন,—
কাঁদিয়া কহিল—হায়, এরি নাম কি সাধের
অমূল্য জীবন ?

## বুড়ীর খেলা

ওগো বৃদ্ধা মায়াবিনি, আর কতকাল,
'বুড়ী বুড়ী খেলা' তব চলিবে বিশাল!
জানি না কি বস্ত্রখণ্ড দিয়া আমাদের
শিশু করি' রাখিয়াছ বাঁধি' দু'নয়ন,
তোমারে ছুঁইতে যাই বড় আশা করি',
ব্যর্থ সব—এত যে গো করি প্রাণপণ।

জানিনা রহস্যময়ী, কি খেলিছ খেলা,
খেলার ছলে গো এ যে নিষ্ঠুরতা ময়
পীড়ন তোমার। নর সতত ব্যাকুল,
তোমারে পরশ করি' লভিবে অভয়।
আর তুমি সরি' সরি' যাও প্রতিক্ষণে,
জানিনা খুলিবে কবে আঁখির এ জাল;
নিজে বুড়ী হ'য়ে থাকি' মানব-শিশুরে,
চোর করি' রাখিবে গো আর কতকাল?

# তরুণ কাণ্ডারী

কাল-কন্যা কালিন্দীর অনন্ত তরঙ্গ 'পরে

নিত্য তুমি কর খেয়া পার,

দুই পারে দু'টি ঘাট, দু'টি তীরে অনন্ত মানুষ

সবে তোমা ডাকে বারেবার।

কাঁদিছে অনন্ত যাত্রী কালিন্দীর দু'টি তীরে

কাণ্ডারী যে তুমি একজন,

অনন্ত মানব-খেয়া একা তুমি কর পার

নাহি পল নাহি দণ্ড ক্ষণ।

ব্যাকুল অনন্ত যাত্রী অনন্তের বোঝা শিরে

দুঃখে কাঁদে—হর্ষে উতরোল,

খেয়ার তরীতে উঠি' নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে

সকলে করিছে গণ্ডগোল।

তুমি সমদর্শী ধীর, চিরমৌনী চিরস্থির

একি তব খেয়া নিদারুণ,

চির জন্মজন্ম ধরি' যাত্রী করিতেছ পার

তুমি কিন্তু রয়েছ তরুণ।

কোটি যাত্রী আসে যায় কেহ হাসে কেহ কাঁদে

ভাঙ্গে গড়ে সৃষ্টি কতবার,

উতলা কালিন্দী-নীরে আজো তব চলে খেয়া

হে কালো তরুণ কর্ণধার !

অনন্ত যাত্রীর মাঝে পুনঃ আসিয়াছি আজি

যাত্রী আমি দাঁড়াইয়া তীরে,

শতকোটি-জন্ম-সাঁঝে দুর্দ্দিনে করেছ পার

পুরাতন এই যাত্রীটিরে।

শিশু-বৃদ্ধ-যুবা-বেশে আসিয়াছি কতবার

হে খেয়ার রাজ অধিরাজ,

অনন্তকালের মাঝি রয়েছ কিশোর সাজি,

হে তরুণ, আমি বৃদ্ধ আজ !

টলি টলি পড়ে দেহ—সঙ্গী আজি নাহি কেহ,

ঘনাইয়া আসে অন্ধকার,

করুণার আলো জ্বালি' হে কালো তরুণ মাঝি,

এ বিপন্নে কর আজি পার।

# মাটি

হে মাটি, মর্ত্ত্যের বুকে আদিম ও অন্তিম আশ্রয়,
তোমা লাগি' সহসা যে কাঁদি আজ উঠিল পরাণ;
জগতের সর্ব্ব জীব চলি' যায় দলি' তব হিয়া,
তুমি ধীর তুমি স্থির নাহি কোন দুঃখ অভিমান।
এখনো যে ঘুচিল না অভিমান দম্ভ ভেদাভেদ,
বিশ্বপ্রেম কা'রে বলে? প্রেম-দীক্ষা দে গো আজ মোরে;
হে মাটি হে ধাত্রী মোর, ভুলিয়ো না দিতে উপদেশ,
জাগ্রত-স্বপনে মোর, অথবা এ স্বপ্ন-ঘুম-ঘোরে।
বিলাসীর ঘৃণ্য তুই হয়েছিস কথায় কথায়,
প্রেমিক নমিবে কিন্তু মর্ত্ত্যলোকে শ্রেষ্ঠ তোরে মানি'।
দেহের ধূসর-স্তরে—পড়িয়াছি—লেখা আছে তোর,
ধরার বিচিত্র আদি কি রহস্য-ইতিহাস-বাণী!
ভূমিষ্ঠ হইনু যবে, আগে তুই নিলি স্নেহ-কোলে,
মাটি—মাটি—মা আমার, অন্তিমের স্নেহ-শয্যা দোলে!

---

১২.১

## আমার ভাঙ্গা রঙ্গভূমি

বন্দি মা গো কাশিমবাজার, অতীত যুগের গর্ব্ব মোর,
হিন্দুজাতির ভগ্ন দেউল, মুসলমানের ভগ্ন গোর।
তুই সে প্রথম কল্যাণী মা, বাংলাদেশের মঙ্গলে;
আজ যে তুমি পূর্ণ ওগো, জঞ্জালে আর জঙ্গলে।
আমের বনে ভগ্নমনে শ্মশান-ধ্যানে মগ্ন তুমি,
অদৃষ্টেরি যজ্ঞশালা আমার ভাঙ্গা রঙ্গভূমি!

অতীত যুগের এই ভারতের বাণিজ্যেরি কেন্দ্র মোর,
তোমার বুকে বৃটিশজাতি রচ্‌লো মা তার ভাগ্য-দোর।
ক'র্‌লো তোমার শিল্প-পূজা ফরাসী আর পর্টুগীজে,
আজ মা তুমি ক্ষুধার জ্বালায় ভিক্ষা কর অন্ন নিজে।
হর্ম্ম্য-মালার রাজধানী গো আজ যে গৃহশূন্যা তুমি,
অদৃষ্টেরি যজ্ঞশালা আমার ভাঙ্গা রঙ্গভূমি!

বস্ত্রবয়ন-শিল্পকলায় জয় করিলে সিন্ধু-পার,
আজ মা তুমি বস্ত্রহীনা অশ্রুঝরে বারংবার।
ওগো আমার সৌধরাণী, বর্ত্তমানের পর্ণশালা,
প্রাঙ্গণে তোর শিবার ধ্বনি ব্যক্ত করে মর্ম্মজ্বালা!
স্বর্ণময়ী মণীন্দ্র নাম ক'র্‌লে যে মা ধন্য তুমি,
অদৃষ্টেরি যজ্ঞশালা আমার ভাঙ্গা রঙ্গভূমি!

গৌরবেরি লুপ্ত স্মৃতি, বন্দনা তোর গ্রন্থে রাজে,
ইতিহাসের প্রাঙ্গণে আজ তোমার বিজয়-তুর্য্য বাজে।
তোমার মাটি বন্দিছে মা লক্ষ স্বনামধন্য জনে,
দুঃখ তবু ঘুচ্‌লো না তোর মগ্ন র'লি আত্মবনে!
অশ্রু তবু মুছলো না তোর, যুগ্মরাজার ধাত্রী তুমি!!
অদৃষ্টেরি যজ্ঞশালা আমার ভাঙ্গা রঙ্গভূমি!

ভগ্ন মা তোর সিংহদ্বারে যমরাজেরি ডঙ্কা বাজে,
কঙ্কালেরি মুণ্ডমালা শীর্ণ মা তোর কণ্ঠে রাজে।
তোমার লাগি নাইকো যাদের দুঃখ দরদ্ চিন্তা লাজ,
সজ্জা-বিলাস হউক তাদের চূর্ণ মা গো চূর্ণ আজ।
ম্যালেরিয়ার জীর্ণবিষে শীর্ণা আজি অঙ্গ তুমি,
অদৃষ্টেরি যজ্ঞশালা আমার ভাঙ্গা রঙ্গভূমি!

দুঃখে শোকে জীর্ণা তুমি কাঁদ্‌ছ শীতে অন্ধ-রাতে,

ভাগ্যহীন এই পুত্র কাঁদে ক্ষুধার ভিক্ষা-ভাণ্ড হাতে।

তুই গো আমার কাঙাল মাতা, কাঙাল আমি পুত্র তোর,

দুঃখ র'ল বক্ষজোড়া, মুছ্‌তে নারি অশ্রু মোর।

তোমার কোলে তোমার লাগি' কাঁদ্‌ছি আমি—কাঁদ্‌ছ তুমি,

অদৃষ্টেরি যজ্ঞশালা আমার ভাঙ্গা রঙ্গভূমি!

---

## সোনার বাংলাদেশ

বন্দি মা তোর চরণ চুমি, আমার সোনার জন্মভূমি,

বিশ্বপ্রেমের শোলোক-রচা তোর ওই বেদীর তলে,

উদার আকাশ স্নিগ্ধবাতাস অমল-ধবল-জলে;

লুটিয়ে দে মা আমার মাথা ঘুচিয়ে সকল ক্লেশ,

নিখিল নরের ধাত্রী সে তুই সোনার বাংলাদেশ!

ছন্দে ছন্দে গঙ্গামাতা, বন্দে কাহার পুণ্যগাথা,
অমৃতেরি গন্ধ মাখি' মলয় বহে ধীরে,
ভৃঙ্গ কোথায় কমলবনে মাতাল হ'য়ে ফিরে।
মেঘের তলায় দোল্ দিয়ে যায় কাহার কাজল-কেশ,
নিখিল নরের ধাত্রী সে তুই সোনার বাংলাদেশ!

সঙ্গীতে কার পরাণ মাতায়, কানন-তরুর পাতায় পাতায়—
ঔষধি কে বইছে স্নেহে মানব-জীবন দানে,
ভক্তপ্রাণের প্রেমের লহর ছুট্‌লো সে কোন্‌খানে?
শ্যামল শোভায় লুটিয়ে পড়ে মধুর মধুর বেশ,
নিখিল নরের ধাত্রী সে তুই সোনার বাংলাদেশ!

বিজয়-তুষার মুকুট শিরে, ফুট্‌ছে গো রূপ্ ভুবন ঘিরে,
হাজার কবির হৃদয় চেরা ললাটে টীপ্ রাজে,
কার সে মাটী তীর্থ ওরে মর্ত্ত্য-ভুবন-মাঝে।
কাহার কোলের শীতল পরশ ঘুচায় সকল ক্লেশ,
নিখিল নরের ধাত্রী সে তুই সোনার বাংলাদেশ!

---

## ভারত-প্রশস্তিঃ

মাধবী-মধুনিশি-নন্দিত-হৃদিতল মলয়-পবন-মৃদুমন্দ,
ফুল্ল-অমৃতফল-মণ্ডিত-তরুদল-আকুল-পুলকিত-গন্ধ।
পুঞ্জ পুঞ্জ অলি গুঞ্জন ঘনঘন কুঞ্জ-কুসুম-মধুভোলা,
লক্ষ বিহঙ্গম-কণ্ঠমুখর-বন নিরঝর কলকল বোলা।
নীল-গগন-তল তারকা-ঝলমল স্নিগ্ধদেহোজ্জ্বল চন্দ্রে,
অম্বর 'পরে তব মেঘ-মহোৎসব গর্জ্জে অশনি-জয়মন্দ্রে।
গঙ্গা-যমুনা-জল-চুম্বিত-সৈকতে শান্তি-নিকেতন পাতা,
আদিমমানব-পুণ্য-জন্মভূমি জয় মহাভারতমাতা!

ব্যাসজনকশুকশঙ্করগৌতমনানক-নির্ম্মল-কান্তি,
পদযুগ ঘিরি মহাসাগর-গর্জ্জন হিমগিরি-শিরভরা শান্তি।
কৃষ্ণরাম-যশঃ-গৌরব-কীর্ত্তনে শান্ত কর মা শত পাপে,
সর্ব্ব দেশগুরু প্রেম-কল্পতরু রক্ষিছ পান্থ-ত্রিতাপে।
নদনদীসাগরপর্ব্বত-বিকশিতা ব্রহ্মারি মানস-কন্যা,
ধর্ম্মসমন্বয় তীর্থেরি কেন্দ্র মা, নর-অমরাবতী ধন্যা।
গঙ্গা-যমুনা-জল-চুম্বিত-সৈকতে শান্তি-নিকেতন পাতা,
আদিমমানব-পুণ্য-জন্মভূমি জয় মহাভারতমাতা!

তব ষড়্‌দর্শন-মুক্তিমন্ত্রে মাতঃ দানিছ অমৃত-ভিক্ষা,
মৃত্যুহরণরস-গীতা-বিনিঃসৃত নির্ব্বেদ-নির্ব্বাণ-দীক্ষা।
সুন্দর ষড়্‌ঋতু অঙ্কিছে যুগ-লিখা রূপ-পরশ-রস-দানে,
হোমযজ্ঞরত-ব্রাহ্মণ-মুখরিত ঝঙ্কৃতা বেদ-বিষাণে।
চেতন-মৃত্তিকা-মাতৃমূর্ত্তি অয়ি চির নব সৃষ্টির ছন্দ,
নিখিল-আনন্দেরি বিকশিত-শতদল ত্রিভুবন-হৃদি-মকরন্দ।
গঙ্গা-যমুনা-জল-চুম্বিত-সৈকতে শান্তি-নিকেতন পাতা,
আদিমমানব-পুণ্য-জন্মভূমি জয় মহাভারতমাতা।

তোমারি পুণ্যপীঠ পুনঃ মা ধন্য হবে নবযুগ-উত্থানমন্ত্রে,
সর্ব্বজাতি-নর-মিলনেরি সঙ্গীত মন্দ্রিত শত-হৃদি-যন্ত্রে।
ইন্দ্র-মুকুটমণি-ভূষিত-পদতলে লুণ্ঠিত কবিকুল মাতি',
রাতুলপদতলে ছলছল সিংহল চাহিছে অঞ্চল পাতি।
তীর্থ-তপোবন-রঞ্জিত-তনু-ছবি শাস্ত্র মুখর শত ছন্দে,
দেব-নর্ম্ম-ভূমি নিখিল-মর্ম্ম তুমি নন্দিত হরি-পদ-গন্ধে।
গঙ্গা-যমুনা-জল-চুম্বিত-সৈকতে শান্তি-নিকেতন পাতা,
আদিমমানব-পুণ্য-জন্মভূমি জয় মহাভারতমাতা!

---

## রূপ-রাজা

রূপের রাজা গো, অরূপ-সাগরে লীলা কর রসানন্দে,
ভুবন-জীবন রঞ্জিত করি' ঝরিছ অমৃত গন্ধে।
সৃষ্টির গায়ে জ্বলিতেছে রূপ,
পোড়ে অনন্ত চিত্তের ধূপ,
অহরহঃ তোমা হেরি' অপরূপ থেমে যায় যে গো দৃষ্টি,
রূপের দেবতা, আলোর সাগরে করিলে কী রস-সৃষ্টি!
আলোক-দোলায় গাহিছ পুলকে গান গো,
অসীম রূপের রঙ্-রসে এ কী চলেছে রূপের বান্ গো!

তোমার আলোর কালোর সাগর লুটিতেছে কোটি ভঙ্গে,
অকুলের মাঝে কুলহারা রূপ ঝরিছে অসীম রঙ্গে।
বাতাসের তালে দিলে কী আভাষ,
বিশ্বভরা যে তোমারি সে শ্বাস—
অসীম চেতনে করিল প্রকাশ, জেগে ওঠে চৈতন্য;
কোটি চেতনায় হে রূপ-চেতন, হেরিয়া হইনু ধন্য।
আলোর বিরাটমূর্ত্তির অবতার গো,
রূপের সীমায় হ'লে শতখান, অরূপের পারাবার গো!

গগনের ঘন কম্পনাবেগে দুলিতেছ মহাছন্দে,
নীল আলোকের অতল-ছন্দে মিশে আছ রূপানন্দে।
নীচে র'ল পড়ি অসীম আঁধার,
উপরে দুলিছে আলোর পাথার,
কেন্দ্রীভূত সে মহাকালে তব আঁধারে করিলে বন্দী,
আলোকের রাজা হ'য়ে র'লে তুমি ভুবন-জীবনানন্দি'।
রূপে রূপে হ'ল খণ্ডিত মহাকাল্ গো ;
গগনের কোটি নীলপর্দ্দায় বাজে তার করতাল্ গো।

রূপ সে তোমার অরূপে ফাটিয়া ছোটে কোটী আলো পুঞ্জে,
আঁধারের 'পরে আলোক-লীলায় রচিলে রূপের কুঞ্জে।
বিস্ময়ে রবি দাঁড়া'ল থমকি'
লজ্জিত চাঁদ মূর্চ্ছিত—ওকি !
জ্যোছনা তাহার তোমার আলোকে হয়ে যায় যে গো মগ্ন,
তোমার বিরাট আলোকের তলে সব আলো হ'ল লগ্ন !
অপরূপ ওগো হে রূপের মহাশান্তি,
তোমারি আলোর মহাসাগরের মাঝে জ্বলে মহাকান্তি।

সে মহাকান্তি-দর্শন-লাগি' চাহিনু নিযুত চক্ষে,
ঝাঁপায়ে পড়িনু ওগো অপরূপ তব সাগরের বক্ষে।

শুনিনু সেখানে তব বাঁশী গান,

শুনিলাম তব মন্দির-বিষাণ,

হেরিলাম তোমা অকুল আলোকে—হে আলোর মহাসিন্ধু,

সে আলোর মহাপ্রলয়ের মাঝে মিশিছে বিরাট-বিন্দু!

হে রাজা, আমার সব রূপ্ করি' চূর্ণ,

তোমার রূপের সিন্ধুতে আজি করেছ আমারে পূর্ণ।

---

## জীবন-মহোৎসব

### ( প্রথম পর্ব্ব )

শিশুদেহ-ছন্দে মোর মিলাইয়া তব শিশু-লীলা

কি খেলা খেলিলে যাদুকর,

মোর মাঝে শিশু সাজি' দাপাদাপি করি' মোর সাথে

ভুলায়ে রাখিলে নিরন্তর।

আমার বাল্যের গেহে ভাঙ্গি' মোর শত খেলা ঘরে

উদ্দাম হে বালক গোপাল,

আপনি মাগিয়া লাড়ু, বিলাইয়া তাহার প্রসাদ

ভুলায়ে রাখিলে কতকাল!

## ( দ্বিতীয় পর্ব্ব )

আমার কৈশোর-স্বপ্নে বহাইয়া দিলে যাদু করি'

আনন্দের যমুনা-উজান,

চিত্ত-কদম্বের মূলে গাহি' ওগো রসের সঙ্গীত

উতলা করিলে মোর প্রাণ।

কৈশোরের সঙ্গী তুমি কৈশোরের রসলীলা তাই

এ কিশোরে করিল পাগল,

সবুজ সে কুঞ্জে মোর তাই ওগো এল নাচি' নাচি'

লীলারঙ্গে কিশোরীর দল।

কিশোরীর সঙ্গে তুমি শতরঙ্গে করিলে ভঙ্গীমা,

মোর কুঞ্জ করি লালে লাল,

তোমার সে রঙ্গ সাথে মাতাইয়া এ মুগ্ধ কিশোরে

নাচাইলে রসিক রাখাল।

( তৃতীয় পর্ব্ব )

কৈশোরের স্বপ্নরাজ্যে তব লীলা-বিলাস-নেশায়

যৌবনের লাগিল হিল্লোল,

ছাপাইয়া মর্ত্ত্য ব্যোম এবার নূতন বাঁশী-সুরে

ক'রে দিলে চিত্ত উতরোল্ !

ভুবনমোহন বেশে জাগিলে হে আমার যৌবনে

যবনিকা খুলিলে নূতন,

হে মম যৌবন-সখা, করিলে এ রঙ্গমঞ্চে মোর

নূতন অধ্যায়-আয়োজন।

বিশ্বের যৌবন দিয়া হোল তব অনন্ত যৌবন

মোরে তুমি করিলে সুন্দর,

তোমার যৌবন-রসে, আমার যৌবন-রস-ধারা—

সারা বিশ্বে ঝরে ঝর ঝর।

তোমার যৌবনাবেগে কাঁপিলাম আমি থর থর

সারা সৃষ্টি করে টলমল্,

অনন্ত যৌবন-তালে আপনি রহিয়া চিরস্থির

এ যুবারে করিলে চঞ্চল !

তাই মম রূপে ছন্দে যৌবনের গীতে গন্ধে রসে,

সুন্দরীর হোল আগমন ;

মোর রাসমঞ্চ ঘিরি' নিখিলের আনন্দ-যুবতী

তব সাথে করিল নর্ত্তন।

আমার যৌবন-বাগে পূর্ণ হ'ল তব রস-লীলা

সঙ্গী আমি যোগাই উৎসব,

আমার যৌবন দিয়া যৌবময়ী সঙ্গিনীর সাথে

করিনু তোমারি মহোৎসব !

## ( চতুর্থ পর্ব্ব )

তব প্রেমোৎসব-লাগি' রঙ্গিণীর রসরঙ্গ-ঘোরে

মগ্ন চোখে রঙীন্ স্বপন,

হেনকালে মোর গেহে অকস্মাৎ একদিন তব

মথুরার এল নিমন্ত্রণ।

মোহন-মধুর-কণ্ঠে অগ্নি-লিপি উঠিল গর্জ্জিয়া

কুঞ্জ আর বাঁশী র'ল পড়ি',

রুদ্র আকর্ষণে মোরে টানিয়া তুলিলে কর্ম্মরথে,

দোল-মঞ্চ যায় গড়াগড়ি !

বিরাট সে কর্ম্মভূমি মথুরা ও হস্তীনার পথে

কুরুক্ষেত্রে হ'ল একাকার,

নায়ক চলেছ তুমি, করিয়াছ মোরে কর্ম্ম-রত,

কর্ম্ম-রথে ছুটিনু দুর্ব্বার!

বীরকণ্ঠে সিংহনাদ তুর্য্যধ্বনি অস্ত্র-ঝন্‌ঝনি

কর্ত্তব্যের বজ্র-গরজন,

বিরাট সমরক্ষেত্রে হেরিলাম বিরাটপুরুষ,

পাঞ্চজন্য করিলে নিঃস্বন।

অকস্মাৎ বক্ষে মম পূর্ণ-যুবা উঠিল গর্জ্জিয়া

ভেঙ্গে দিতে সব দুর্গ-দ্বার,

যুঝি' অধর্ম্মের সাথে তব সনে নিনু জয় করি'

এ বিশ্বের সব অধিকার।

## ( পঞ্চম পর্ব্ব )

*        *        *

তারপর?—রাজ্যভোগ—গৃহস্থালী—মর্ত্ত্যের সংসার,

বন্ধু এ কী দেখালে স্বপন!

শূন্য হস্তীনায় বসি' বিশ্বজয়ী পার্থ আজি কাঁদে,

হাসিতেছ তুমি নারায়ণ!!

তুমি সখা সেই মত আজো নিত্য সঙ্গে আছ মোর

কভু বাঁশী, কভু শঙ্খ বাজে ;

আজো তুমি সেইরূপ,চিরন্তন যৌবনের ছবি,

মোর শিরে শুভ্র কেশ রাজে !

অতীত হয়েছে মিথ্যা—বর্ত্তমান ভেঙ্গে পড়ে মোর,

—ভবিষ্যৎ অন্ধকারে দোলে ;

তুমি নিত্য নারায়ণ,—বন্দী করি' নরে কর লীলা,

বন্দী নরে কর আজি কোলে।

---

## সমাপ্তি

স্থষ্টি সে হাসিয়া কয়—"গন্ধ ঢালি নেচে ফুলে ফুলে,
অনন্ত সৌন্দর্য্য হ'য়ে আনন্দের ফিরি কুলে কুলে"।
স্থিতি সে কহিল কাঁদি'—"কার লাগি' বহি এই প্রাণ ?"
প্রলয় কহিল—"ওরে সমাপ্তির লাগি' এই গান !"

---

# অভিমত

এই গ্রন্থকারের কবিতা পাঠে

**কথাসাহিত্যসম্রাট শরৎচন্দ্র**—মুগ্ধকণ্ঠে প্রশংসা করেছেন।

**মণীষি ডাঃ রাধাকমলের মতে এই গ্রন্থকারের কবিতা**—"কুরুক্ষেত্র-সারথীর পাঞ্চজন্যের গুরুগম্ভীর জাগরণ-আহ্বান"।

**পুণ্যশ্লোকঃ রাজর্ষি মণীন্দ্র বলেছেন**—তোমার কবিতা আমাকে খুব ভাল লাগে।

**বহুভাষাবিৎ অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ**—সর্ব্বদা সুখ্যাতি করেন।

**পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়**—তোমার কবিতা সূর্য্যের ন্যায় দীপ্ত আবার চাঁদের ন্যায় স্নিগ্ধ।

**রায় বাহাদুর জলধর সেন**—চিরদিন প্রশংসা করেন।

**সাহিত্যাচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ বসু**—মুগ্ধকণ্ঠে প্রশংসা করেন।

**মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন**—ভাব অতি গভীর।

**পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি**—বহু কবিতা দার্শনিক তত্ত্বে এবং ভগবৎরসে পরিপূর্ণ।

**সুকবি কুমুদরঞ্জন**—সত্যই আপনি সুকবি, আপনার কবিতায় আমি মুগ্ধ।

**পণ্ডিতা ইন্দিরা দেবী শাস্ত্রী**—তোমার 'প্রেয়সী' কবিতা অপূর্ব্ব এবং 'নারী ষড়রূপা' কবিতা নারীবন্দনার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য।

**উপাসনা** ( মাসিক পত্রিকা )—দ্বিজেন্দ্রলালের পরেই ইঁহার স্থান।

**জাহ্নবী** ( মাসিক পত্রিকা )—বিরাট শক্তির পরিচয়।

---

অন্য দুইখানি কাব্যগ্রন্থ :—

**নির্ম্মাল্য** ( কৈশোর-রচনা ) ।০ **মন্দাকিনী** ।।০

---